চমক ভরা
ধনতেরাস
২১ থেকে ২৭ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 October, 2019 ■ আগরতলা, ১৬ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ২৮ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হ্যাপি'র মৃত্যুর মামলায় ধৃত চারজন জেল হাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। হলিক্রস স্কুলের ছাত্র হ্যাপি দেববর্মার মৃত্যু ঘটনায় পুলিশ মূল অভিযুক্ত বুদজুমান হালাম সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের আদালতে সোর্পদ করা হলে আদালত ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত চার জনকেই জেল হাজতে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ১৭ অক্টোবর আদালত কেইস ডাইরি তলব করেছে।

এসডিপিও গমনজয় রিয়াং জানিয়েছেন, হলিক্রস স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র হ্যাপি দেববর্মার মৃত্যু ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হোস্টেল ওয়ার্ডেন বুদজুমান হালামকে গতকাল রাতে পানিসাগর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাছাড়া, হলিক্রস স্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার আলফ্রেড সহ ফাদার জোয় পল এবং ফাদার ফ্রান্সিসকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি জানান, আজ তাদের কৈলাসহর এসডিজেএম আদালতে সোর্পদ করা হয়েছিল। আদালত তাদের ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠানো নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি ওই দিন কেইস ডায়েরি আদালতে জমা দেওয়ার জন্য পুলিশকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৬ অক্টোবর জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছিল মোহরছড়া হলিক্রস স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র হ্যাপি দেববর্মার। তার মায়ের অভিযোগ ২৬ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর হোস্টেল থেকে বাড়িতে ফিরেছিল তার ছেলে হ্যাপি দেববর্মা। এর পর থেকেই হ্যাপি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসায় হ্যাপি সুস্থ হয়ে না উঠায় চিকিৎসকরা তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছিলেন। জিবি হাসপাতালেই তার মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর জন্য হোস্টেল ওয়ার্ডেন বুদজুমান হালামকে দায়ি করেছেন হ্যাপির মা।

এদিকে, ঘটনার পর থেকেই হোস্টেল বুদজুমান হালাম পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন হ্যাপির মা। শুধু তাই নয়, তাকে পালাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ সাহায্য করেছে বলেও তিনি পুলিশের কাছে নালিশ জানিয়েছেন। হ্যাপির অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামী পরিত্যাক্তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। কৈলাসহর মহকুমার একের পর এক ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেই চলেছে। আবারও বিয়ের প্রলোভন দিয়ে ধর্ষণ করে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে ধর্ষিতা মহিলা থানায় দারস্থ হয়। অভিযুক্ত মূলে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে। অভিযুক্ত যুবক পুলিশের জালে। ঘটনা কৈলাসহর মহিলা থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে। তবে ঘটনা অবিবাহিত কিংবা নাবালিকা নয়, এবার স্বামী পরিত্যক্ত মহিলার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটে।

কৈলাসহরের সুলতানপুর গ্রামের পঁচিশ বছরের এক মহিলার সাথে গত দুই বছর পূর্বে আসাম রাজ্যের শিলচরের এক ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর যৌতুকের জন্য স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়ে বিয়ের এক বছর পর মেয়েটি নিজ স্বামীর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এবং স্বামী পরিত্যাগ করে সুলতানপুরের বাবার বাড়িতে চলে আসে। এরপর গত এক বছর পূর্বে কৈলাসহরের কিনাইরচর এলাকার বাসিন্দা হাছিব আলী এই স্বামী পরিত্যাক্তা মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

মেয়েটি হাছিবকে বলে যে, মা-বাবার সাথে কথা বলার জন্য। এরপর বিভিন্ন সময়ে মেয়েকে ভয় ভীতি দেখিয়ে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষন করে কয়েকবার। সম্প্রতি মেয়েটি অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের নিকট এসে জানতে পারে যে, মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। এরপর মেয়েটি হাছিবকে বিয়ে করার কথা বললে হাছিব বিয়ে করতে অস্বীকার করলে মেয়েটি কৈলাসহর মহিলা থানায় গতকাল লিখিত মামলা করে। পুলিশ মামলাটি রেজিস্ট্রী করে গতকাল রাতে হাছিবকে গ্রেফতারও করে। মামলার নম্বর হল ১৫/১৯। পুলিশ মঙ্গলবার দুপুরে হাছিবকে কৈলাসহর সি জে এম কোর্টে প্রেরণ করে এবং মাননীয় সিজেএম-এর নিকট জবানবন্দীর জন্য পাঠয়ে দেয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে, হাছিব আলী নিজে বিবাহিত, তাঁর নিজ বাড়িতে তাঁর স্ত্রী এবং এক কন্যা সন্তানও রয়েছে।

পূর্ত ঘোটালা মামলায় আজ বাদল চৌধুরীর ভাগ্য নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরীর ভাগ্য নির্ধারনে বুধবার আদালতে শুনানি হবে। তাঁর জামিন মঞ্জুর হবে নাকি আদালতের নির্দেশে তাঁকে জেলে যেতে হবে তা আগামীকাল স্পষ্ট হয়ে যাবে। এদিকে, পূর্ত দপ্তরে ৬০০ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিককে আরও এক দিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। অন্যদিকে, ওই মামলায় অভিযুক্ত পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান সচিব তথা প্রাক্তন মুখ্য সচিব ওয়াই পি সিংহের জামিনের আবেদন খারিজ করে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। সম্ভবত, শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করতে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে রাজ্য পুলিশ।

একদিনে জেলা হেপাজত শেষে আজ পুনরায় পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিককে আদালতে তোলা হয়েছিল। ওই মামলায় আগামীকাল চূড়ান্ত রায় দেবে আদালত। আজ আদালতে সুনীল ভৌমিককে নিয়ে শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। আদালত আগামীকাল পর্যন্ত রায় স্থগিত রেখেছে। আগামীকাল প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা

বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরী জামিনের আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি হবে। আদালত ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাদল চৌধুরীর অন্তবর্তী জামিন মঞ্জুর করেছিল। ফলে, আগামীকাল বাদল চৌধুরীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।

পূর্ত দপ্তরের ৬০০ কোটি টাকা দুর্নীতির মামলায় ভিজিল্যান্স ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে মামলা তুলে দিয়েছে। গত রবিবার প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী, পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ এবং পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান সচিব তথা প্রাক্তন মুখ্য সচিবের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ওই মামলায় পুলিশ প্রাক্তন পূর্ত কর্তাকে গ্রেপ্তার করলেও প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রীকে নিয়ে সোমবার দিনভর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। সিপিএম সদর কার্যালয়ে গিয়ে পুলিশ রীতিমত আত্মসর্ম্পণ করেছে। শুধু তাই নয়, অন্তবর্তীকালীন জামিন পাওয়ার পর রাতে পশ্চিম আগরতলা থানায় বাদল চৌধুরীর বেল বন্ড জমা দেওয়া নিয়েও আরও একপ্রস্থ নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। পুলিশ বাদল চৌধুরীর বেল বন্ড জমা রাখেনি। স্বাভাবিক ভাবেই, পুরো ঘটনাটি রহস্যজনক বলেও মনে করা হচ্ছে।

ফলে, বুধবার আদালতে কি রায় বের হবে তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে ডিআরডিওতে মিসাইল ম্যান আব্দুল কালামের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ছবি-পিআইবি।

বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিজেপি-র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠকে সাংগঠনিক নির্বাচন এবং গান্ধী সংকল্পযাত্রা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব, দুই সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও রেবতী ত্রিপুরা এবং বিভিন্ন জেলা মণ্ডল এবং মোর্চার সভাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ-বিষয়ে বিজেপি-র প্রদেশ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে দলের সর্বস্তরের নেতা কর্মী সমর্থকরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, গত ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন থেকে গোটা দেশে শুরু হয়েছে গান্ধী সংকল্পযাত্রা। প্লাস্টিকমুক্ত ভারত ও পরিবেশ সুরক্ষা, বৃক্ষরোপণ-সহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, আগামী ১৭ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত গান্ধী সংকল্পযাত্রা প্রতিটি এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ অক্টোবর উদয়পুরে গান্ধী সংকল্প যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ওই অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক- ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিকাণ্ডে বিলোনিয়ায় চালের গুদাম সহ দুটি দোকান পুড়ে ছাই, প্রচুর ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ অক্টোবর।। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বিলোনিয়ায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। একটি চালের গুদাম, একটি মুদি দোকান ও একটি হার্ডওয়ারের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিশেষ করে, মুদি দোকানের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। দমকলের চারটি ইঞ্জিন মিলে আগুন আয়ত্তে এনেছে।

মঙ্গলবার বেসা তিনটা নাগাদ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার মেইন রোডে তপন সাহার চালের গুদাম, শ্রীবাস সাহার মুদি দোকান এবং সৈকত সাহার হার্ডওয়ারের দোকানে আগুন লেগে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এ-বিষয়ে সৈকত সাহা জানিয়েছেন, দুপুরে দোকান খোলা রেখেই খাবার খেতে বাড়ি গিয়েছিলাম। হঠাৎ ফোনে আগুন লাগার খবর পেয়ে দৌড়ে এসে দেখি দোকানের প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে।

তিনি জানান, বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার, রাজনগর এবং ঋষ্যমুখ থেকে দমকলের চারটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তবুও চালের গুদাম, মুদি দোকান ও হার্ডওয়ারের দোকানকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। সৈকতবাবু বলেন, মুদি দোকানের মালিক রাজু সাহা আজ সকালে দোকানে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ থেকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। চালের গুদামেরও সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল। ফলে, আগুন লাগার পর ওই দুটি জায়গায় সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে। তিনি জানান, চালের গুদামে কিছু চালের বস্তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মুদি দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, হার্ডওয়ার দোকানের প্রচুর জিনিসপত্র আগুনে পোড়া ছাড়াও দমকলের জলে নষ্ট হয়েছে।

এদিন, সময়মতো দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হলে আশপাশের প্রচুর দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হত। প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লেগেছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে। দমকল কর্মীদের বক্তব্য, চাল গুদামের পাশে একটি মোবাইল দোকান থেকেই সম্ভবত আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

এডিসির অধিবেশনে পেশ বেতন ভাতা বৃদ্ধি ও কাস্টমারি 'ল' বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। আজ এডিসি-র বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিন চেয়ারম্যান, মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এবং কার্যনির্বাহী সদস্য সদস্যা-সহ এমডিসিদের বেতন ভাতা বাড়ানো এবং মুড়াসিং, মগ ও ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের কাস্টমারী 'ল' বিল পেশ করেছেন পরিষদের উপনেতা তথা মৎস্য দফতরের নির্বাহী সদস্য শান্তনু জমাতিয়া। আগামীকাল বুধবার বিলগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

জমাতিয়া বলেন, এডিসি আগেই জমাতিয়া কাস্টমারি 'ল' গ্রহণ করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর পর অনুমোদন পেয়েছে। রিয়াং সম্প্রদায়ের কাস্টমারি 'ল' এখনও রাজ্য সরকারের কাছে থেকে অনুমোদন পাওয়া যায়নি বলে শান্তনু জমাতিয়া অধিবেশনে জানান। এদিকে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় খুমুলুঙে আইএনপিটির গণঅবস্থান ২৪শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে আগামী ২৪ অক্টোবর খুমুলুঙে গণ-অবস্থান পালন করবে আইএনপিটি। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে আইএনপিটি সভাপতি বিজয় রাঙ্খল বলেন, সংসদে ওই বিল যাতে কেন্দ্রীয় সরকার পেশ না করে সেই দাবিতেই গণ-অবস্থানে বসবেন তাঁরা। সাথে তিনি যোগ করেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের জনজাতি সংগঠনের সাথেও যোগাযোগ বজায় রাখা হয়েছে। কারণ, তাঁরাও ওই বিলের বিরোধিতায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে সরব।

এদিন তিনি জানান, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমিপুত্রদের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে। এই অঞ্চলের সমস্ত জনজাতি সম্প্রদায় এবং তাঁদের সংগঠনগুলিও ওই বিলের বিরোধিতায় ক্রমাগত আন্দোলন জারি রেখেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় শুরু থেকেই আইএনপিটি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে আন্দোলন করছে। তাঁর সাফ কথা, ওই বিল কোনওভাবেই পাশ হতে দেওয়া যাবে না। তাই, আগামী ২৪ অক্টোবর টিটিএএডিসি সদর খুমুলুঙে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪-টা পর্যন্ত গণ-অবস্থান করবে আইএনপিটি। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই গণ-অবস্থান এডিসি নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখেও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আইএনপিটি সহ-সভাপতি অমিয় দেববর্মা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব বিল নিয়ে সর্বনাশা খেলায় নেমেছে। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমিপুত্ররা এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় ক্রিকেটের মুখ্য পিচ কিউরেটর হিসেবে নিযুক্ত আশিস ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। রাজ্যের আশিস ভৌমিককে ভারতীয় ক্রিকেটের মুখ্য পিচ কিউরেটর হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি, পিচ কিউরেটর প্যানেলের সদস্য ছিলেন। মুখ্য পিচ কিউরেটর পদে দলজিৎ সিংহের অবসর গ্রহণের পর আশিস ভৌমিককে এই পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম কেউ মুখ্য পিচ কিউরেটর হিসেবে নিযুক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের ক্রীড়ামহল দারুণ খুশি।

সম্প্রতি বিসিসিআই পিচ কিউরেটরদের নতুন কমিটি ঘোষণা করেছে। দশ সদস্যের পিচ কিউরেটর কমিটি ভারতের সমস্ত পিচগুলির তদারকি করবে। আশিস ভৌমিককে এই কমিটির প্রধান নির্বাচিত করা হয়েছে। অন্য সমস্ত কিউরেটর তাঁর নির্দেশে পিচগুলির কাজ করবেন বা বজায় রাখবে।

ভারতের প্রধান পিচ কিউরেটর নির্বাচিত হওয়ার পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে আশিসবাবু বলেন, "নিঃসন্দেহে এটি একটি কঠিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করিমগঞ্জ থেকে অপহৃত যুবতী উদ্ধার পানিসাগরে, পলাতক অপহরণকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি থানাধীন দুল্লভছড়া ব্লকের ভেটারবন্দ এলাকার ভবানীপুর গ্রামের অপহৃতা যুবতীকে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর এলাকা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে বাজারিছড়া থানাধীন আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী চোরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীলকে নিয়ে রাতাবাড়ি থানার এক দল পুলিশ উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে যায়। পানিসাগর থানার ওসি সৌগত চাকমার সহযোগিতায় সেখানকার রৌয়াবস্তিতে হানা দিয়ে ভেটারবন্দের অপহৃতা যুবতীকে উদ্ধারে সক্ষম হয় পুলিশের দল। তবে এখনও অভিযুক্ত অপহরণকারীকে ধরতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গতকাল রাতেই উদ্ধারকৃত যুবতীকে নিয়ে আসা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার তাকে মেডিক্যাল চেকআপ করিয়ে তার বয়ান লিপিবদ্ধ করতে করিমগঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে নিয়ে গেছে পুলিশ। আদালতে বয়ান লিপিবদ্ধের পর যুবতীকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে, জানিয়েছেন চোরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১০ অক্টোবর রাতাবাড়ি থানাধীন ভেটারবন্দ এলাকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোর্ড পরীক্ষায় বসতে দশম ও দ্বাদশের কাউকেই আটকানো হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য দশম এবং দ্বাদশের পরীক্ষায় একজনকেও আটকানো হবে না। সেই দিশাতেই এগিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। বললেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর মতে, বিদ্যালয় স্তরে পরীক্ষায় আটকে দিয়ে বোর্ড পরীক্ষায় বসার সুযোগ না দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক। এভাবে ছাত্রছাত্রীদের সাথে দীর্ঘকাল ধরে অন্যায় করা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বোর্ড পরীক্ষায় কেউ ফেল করলে বাড়িতে বসিয়ে রাখার বদলে বিদ্যালয়ে পুনরায় ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। এতে ওই ছাত্র পড়াশোনার সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না এবং একবছর বাদে বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

আগরতলায় জনজাতিদের এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্টদের উন্নয়নের মাধ্যমেই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমান রাজ্য সরকারের আমূল পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর দাবি, জনজাতিদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে রাজ্য সরকার ১৮টি একলব্য বিদ্যালয় গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে দুটি নবোদয় বিদ্যালয় গড়ে তোলার অনুমোদন দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, এই প্রথম রাজ্যে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন হয়েছে। এতে অভিভাবকরাও জানতে পেরেছেন তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনার মান কোন স্তরে পৌঁছেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, এই প্রথম কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করে তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণির ষাণ্মাসিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এতেও দু-ধরনের প্রশ্নপত্র বিলি করা হয়েছিল। ফলে, পরীক্ষায় নকল করার কোনও সুযোগ পায়নি ছাত্রছাত্রীরা। তিনি জানান, আগামীতে তিন ধরনের প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে বদলানোর বিষয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পনাও তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, বোর্ড পরীক্ষায় বসার জন্য দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষায় কোনও ছাত্রছাত্রীকে আটকানো হবে না। এতে তাদের ভবিষত নষ্ট হবে না। তাঁর মতে, নবম শ্রেণি পর্যন্ত যে ছাত্রছাত্রী পাশ করতে পেরেছে তাকে দশম শ্রেণিতে পরীক্ষায় আটকানো উচিত হবে না। তাকে বোর্ড পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাই, আগামীতে দশম এবং দ্বাদশে পরীক্ষায় কোনও ছাত্রছাত্রীকে আটকানো হবে না, সেই দিশাতেই এগিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সাথে তিনি যোগ করেন, বোর্ড পরীক্ষায় ফেল করার পর ছাত্রছাত্রীদের পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। তাঁর মতে, বোর্ড পরীক্ষায় ফেল করার একবছর বাড়িতে বসে থাকলে ছেলেমেয়েরা বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তখনই তারা নেশা, জুয়া ইত্যাদির অভ্যাস ধরে ফেলে। তাই, তারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কার সহ পাঁচ দফা দাবী আদায়ে এসডিএমকে ডেপুটেশন অটো চালকদের

কৈলাসহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। কৈলাসহর অটো শ্রমিক ঐক্যের উদ্যোগে ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয় মঙ্গলবার। অটো শ্রমিক ঐক্যের পাঁচ দফা দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিগত একমাস ধরে কৈলাসহর এর প্রধান সড়কগুলোতে যে ট্রাফিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং সুষ্ঠুভাবে যান চলাচলের ক্ষেত্রে প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে যান চালকদের।

অটোচালকদের পারমিটের ক্ষেত্রে যে চার মাস বৈধতা রয়েছে তা ন্যূনতম এক বছর করা। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ অটোর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমস্যা রয়েছে। ফলে এই সমস্যা সমাধানে কয়েকটি শিবির যাতে করা হয় তার জন্য দাবী রাখা হয়। এদিন জরুরি সরকারি কাজে মহকুমা শাসক উপস্থিত না থাকায় ডিসিএম আশুরঞ্জন দেববর্মা শ্রমিকের ডেপুটেশন গ্রহণ করেন এবং তিনি আশ্বাস দেন যে সমস্যাগুলি মহকুমা শাসকের নজরে নেওয়া হবে। খুব শীঘ্রই ট্রাফিক দপ্তর ভেহিকেল দপ্তর শ্রমিকদের সাথে একত্রে বৈঠক করে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে কৈলাসহর মহকুমার বিধায়ক মোবাশ্বের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১০ ▫ ১৬ অক্টোবর ২০১৯ ইং ▫ ২৮ আশ্বিন ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

দূর্নীতি যুগে যুগে

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেই শুধু নয় সেনা শাসনের সেই একই ঘটনা দেখা যায়। ক্ষমতায় আরোহন করিয়া বিদায়ী সরকারের মন্ত্রী তথা বিভিন্ন সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে দূর্নীতি মামলায় সক্রিয় হয় ক্ষমতাসীন সরকার। বিভিন্ন রাজ্যে তাহা খুব প্রবলভাবে নজরে পড়ে। এই ত্রিপুরায়ও তাহার ব্যতিক্রম নাই। ছয়শ কোটি টাকার পূর্ত ঘোটালার বিরুদ্ধে নতুন সরকার মামলা করিয়া তদন্ত এবং দোষিদের বা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করিতেই পারে। শুধু ত্রিপুরা নহে বিভিন্ন রাজ্যে সরকার বদলের পর পূর্বতন সরকারের মন্ত্রী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পুলিশ সক্রিয় হইয়া উঠে। গ্রেপ্তার করা হয়। দূর্নীতির বিরুদ্ধে পুলিশী সক্রিয়তা যতখানি দেখানো হয় ধৃতদের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করিয়া শাস্তি প্রদানের ঘটনা তেমন দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তথ্য প্রমাণ ইত্যাদির অভাবে অভিযুক্তরা ছাড়া পাইয়া যান। ত্রিপুরার বাম আমলে পূর্ত দপ্তরের ছয়শ কোটি টাকার দূর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় পুলিশ সোমবার তৎকালীন ইঞ্জিনীয়ার ইন চীফ সুনীল ভৌমিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই মামলায় অপর অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর জামিন মঞ্জুর করিয়াছে আদালত। ২০০৮-০৯ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ১৫টি কাজ একসঙ্গে টেন্ডার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কাজে টেন্ডার ভ্যালু দশ শতাংশের বদলে ৩৫ হইতে ৪৭ শতাংশ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয় ফলে টেন্ডার ভ্যালু বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৮৬৬ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অমান্য হয়। তখন পূর্তমন্ত্রী ছিলেন বাদল চৌধুরী, পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ারিং ইন চীফ ছিলেন সুনীল ভৌমিক, পূর্ত দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী ছিলেন ওয়াই পি সিং এবং মুখ্যসচিব ছিলেন শশী প্রকাশ। অনৈতিক ভাবে পূর্ত কাজের টেন্ডার ভ্যালু বৃদ্ধির ঘটনার দায়ে নয়া রাজ্য সরকার মামলা দায়ের করিয়া তদন্ত শুরু করিয়াছে। সোমবার পুলিশ এক পূর্ত কর্তাকে গ্রেপ্তার করিলেও প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর সন্ধানে জোর তৎপরতা চলে। দিনভর পুলিশ প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীর সন্ধানে যেভাবে দৌঁড়ঝাপ করিয়াছে তাহ জনমনে জোর প্রতিক্রিয়া আনিয়াছে। আদালতে অন্তর্বর্তী জামিন পাইয়া যাওয়ায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী প্রকাশ্যে আবির্ভূত হন। এই ঘটনা দেখাইয়া দিল পুলিশের সঙ্গে অভিযুক্তদের লুকোচুরি খেলায় কার্য্যত জনমনে প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হইয়াছে। সিপিএম সোমবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলিয়া রাজপথে নামিয়া পড়ে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ‘সহানুভূতি’ কোন দিকে তাহা নিয়া নিশ্চয়ই রাজনৈতিক পর্যালোচনা হইতে পারে।

বাম আমলে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিরোধী কংগ্রেস রাজ্যে লটারী কেলেংকারীর অভিযোগে জোরদার আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল। ত্রিপুরা রাজ্য লটারী সম্পর্কে এজির রিপোর্টে কেলেংকারীর তথ্য প্রকাশ পায়। এই কেলেংকারীর অভিযোগ কংগ্রেস বাম সরকারকে তথা মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। ১৯৮৮ সালে বাম সরকার ক্ষমতাচ্যুত হইবার পর কংগ্রেস জোট সরকার এই লটারী কেলেংকারী নিয়া তেমন কোনও উদ্যোগই নিতে পারিল না। কংগ্রেস সরকার ও বিজেপি সরকারের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। লটারী কেলেংকারী নিয়া যে কংগ্রেস আকাশ বাতাস কাঁপাইয়াছিল কিন্তু ক্ষমতায় বাসিয়া তো সেই সরকার নৃপেন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নিতে পারিল না। বিজেপি সরকার এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। বাম আমলের কেলেংকারীর বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়া বিজেপি সরকার বুঝাইয়া দিল অন্যায় করিলে রেহাই নাই। রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণও এই ঘটনা হইতে কিছুটা ইঙ্গিত মিলিয়াছে বলা যাইতে পারে। রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন প্রশ্ন তুলিয়াছেন ছয়শ কোটি টাকার পূর্ত কেলেংকারীতে পুলিশের চার্জশিটে বাম আমলের পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর নাম নাই। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবে কেন?

বামেদের প্রতি বিজেপির বিক্ষুব্ধ বিধায়কের যে সহানুভূতি আছে তাহাই দেখা গেল। আগামী দিনে এই বিজেপি বিধায়ক কংগ্রেসের নেতা হিসাবেই আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা প্রবল। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সিপিএম জোট প্রায় পাকা। ত্রিপুরাতেও এই সম্ভাবনা প্রবল। সুদীপ বর্মনের এই মন্তব্যকে অনেকেই সেই সম্ভাবনারই অনুসারী বলিয়া দেখিতেছেন। প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সিপিএম আগরতলার রাজপথে নামিয়াছে। প্রতিবাদের ঝড় তুলিয়াছে। সাধারণ মানুষকে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি অবহিত করার প্রয়াস নিয়াছে সিপিএম। সেখানে ক্ষমতাসীন বিজেপি জনমনে কি ধারণা দিতে পারিয়াছে। ত্রিপুরায় পালা বদলের পর প্রতিহিংসার রাজনীতি কতখানি সে প্রশ্ন আছে। ত্রিপুরা এক্ষেত্রে হয়ত ব্যতিক্রমী। কিন্তু, অন্যান্য রাজ্যে তো বিরোধীদের বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক ভাবে পুলিশকে লেলাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে মানবতাও ভুলুন্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছে। দূর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ দুইহাত তুলিয়া সমর্থন দিবে। কিন্তু, এই দূর্নীতির অভিযোগকে পূঁজি করিয়া রাজনীতির ফায়দা নেওয়ার ঘটনা মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। দূর্নীতি তো যুগে যুগেই চলিয়াছে। পঞ্চায়েতে পুকুর চুরির ঘটনা কি কম আছে? ব্লকে ব্লকে লাগাম ছাড়া দূর্নীতির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হইয়াছে। সেইসব দূর্নীতিবাজরা এখন কোথায়? তাহারা কি রাতারাতি নিরাপদ আশ্রয়েই ডুব দিয়াছে? গণতন্ত্রে সরকার বদল হইলে নতুন সরকার আগের সরকারের দূর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়। ইহা সুস্থতারই লক্ষণ। তাহা হইলে বর্তমান সরকারও সতর্ক থাকিবে। দূর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার সত্যিই কতখানি সজাগ তাহা বলা মুশকিল। তবে দূর্নীতি সম্পর্কে সতর্ক না হইলে বিপদ মোকাবিলা করা কঠিন হইবে।

আয়ুষ্মান ভারত থেকে উপকৃত ৫০ লাখের বেশি মানুষ, মাইল ফলক আখ্যা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প থেকে ৫০ লক্ষের বেশি মানুষ বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পেয়েছে। সুস্থ ভারত গড়ে তোলার জন্য এটি উল্লেখজনক মাইলফলক। মঙ্গলবার ট্যুইট করে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন নরেন্দ্র মোদী ট্যুইটারে লিখেছেন, স্বাস্থ্যকর ভারত গড়ার সফরে উল্লেখজনক মাইলফলক স্পর্শ করা গিয়েছে। এক বছরের মধ্যে ৫০ লাখের বেশি মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার থেকে উপকৃত হয়েছে। এর জন্য ধন্যবাদ আয়ুষ্মান ভারতকে। সুস্থ করার পাশাপাশি এই প্রকল্প বহু ভারতীয়ের ক্ষমতায়ন করেছে। উল্লেখ, করা যেতে পারে ২০১৮ সালে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার। বিশ্বের সব থেকে বৃহদ স্বাস্থ্য প্রকল্প এটি। ১০.৭৪ কোটির বেশি জনগণের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসে জনসচেতনতার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স) : আজ ১৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস। এই বিশেষ দিনে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে সচেতনতার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে এই বার্তা পাঠান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘আজ বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস। খাওয়ার আগে নিয়মিত হাত পরিষ্কার করলে, সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। এর ফলে এক স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন করা যায়। বাচ্চারা যাতে নিয়মিত হাত পরিষ্কার করে সেই ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।’

বিশ্ব ব্যাপী জনসচেতনতা তৈরী ও উদ্বুদ্ধ করনের জন্য প্রচারমূলক দিবস উপলক্ষে এই দিনটি পালন করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মাধ্যমে রোগের বিস্তার রোধ করার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই দিবসটি পালিত হয়ে থাকে।

প্লাস্টিক থেকে সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখাই চ্যালেঞ্জ

অপূর্ব দাস

মানসভ্যতাকে কি প্লাস্টিক দুনিয়া গিলে নেবে? মানুষেরই আবিষ্কৃত প্লাস্টিক মানুষকেই শেষ করবে? এখনও পর্যন্ত আমাদের জানা এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নীল গ্রহটি শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে প্লাস্টিকের কৃষ্ণগবহরে? বিলিয়ন ডলার এই প্রশ্নের জবাব এই মুহূর্তে কারোর জানা নেই। কারণ প্লাস্টিক মানুষের রোজকার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মাকড়সার জালের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বের ঘাড়ের কাছে বিপদ এসে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করতে পারলে সর্বনাশ। শুরু থেকে নিয়ন্ত্রণ না করায় প্লাস্টিকের খপ্পরে পড়ে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসেছে। সবাই জানে প্লাস্টিক থেকে বিপদের কথা কিন্তু জেনেশুনে বিষপান করেই চলেছে মানবসভ্যতা। দুনিয়ার কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় বিপদ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক । পরিবেশ দূষণের কারণ অনেক। রাসায়নিক, বিভিন্ন ধরনের গ্যাস, প্লাস্টিক ইত্যাদি থেকে দূষণ ছড়ায়। ভারসাম্য নষ্ট হয়। কমবেশি সব দেশেই দূষণের জন্য দায়ী কলকারখানা আর জনসংখ্যা থেকে দূষণ ছড়ায় যা মানব সভ্যতার সংকট। কেউ বলতেই পারে বিজ্ঞানের অভিশাপ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় কোনও কোনও দেশ অস্বীকার করে পরিবেশ দূষণের। জেনেও না জানার ভান করে। কেউ শিল্পের দোহাই,কর্মসংস্থানের অজুহাত, উন্নয়নের ছুতো দেখিয়ে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। এই যেমন আমেরিকা। দাদাগিরি করতে করতে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে তারা যেটা বলবে সেটাই মানতে হবে। প্যারিসে বিশ্ব পরিবেশ দূষণ রোধে বছর চারেক আগে এক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সমস্যার গভীরতা উপলবব্ধি করেন এবং সচেতন পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে সায় দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ডোনাল্ড ট্রাম্পে ক্ষমতায় এসে পূর্বসুরির সিদান্তে জলঢেলে দিয়ে বলেন, তাঁরা ওসব স্বআরোপিত বিধিনিষেধ মানবেন না। আমেরিকা দূষণের ভাগীদার নয়। ভারত চিনের মতো দেশই দূষণ করে পৃথিবীর বারোটা বাজির ছাড়ছে। যা কিছু করার ওদেরই করতে হবে। যদিও পরের বছরে তিনি পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বটা অনুধান করেছেন। কিন্তু সবাই আমেরিকার মতো নয়। ফ্রান্স, চিন সহ বিভিন্ন দেশ পরিবেশ দূষণ থেকে এই গ্রহকে বাঁচাতে তৎপর হয়েছে। বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বন্ধ করবে বলে গোষণা করেছে ২০২১-এর মধ্যে দূষণের উদ্বেগ এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কিছুদিন আগে ব্রাজিলের আমাজন জঙ্গলে দাবানল নেভানো নিয়ে অভূতপূর্ব এক উদ্বেগের শরিক হল গোটা বিশ্ব। ভারত কিন্তু দায়িত্ব এড়িয়ে যায়নি। উন্নয়নশীল দেশ। ১৩০ কোটি জনসংখ্যা। প্লাস্টিকের ব্যবহার হয় যথেষ্ট পরিমাণে। নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পরিবেশ রক্ষা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বলেছেন বিশ্বে একবার ব্যবহারযোগ প্লাস্টিককে চিরতরে বিদায় জানানোর সময় এসেছে। পরিবেশ রক্ষায় ধাপে ধাপে ভারত ব্যবস্থা নেবে। স্বচ্ছতার অভিযান তাঁর আমলেই শুরু হয়েছে। গঙ্গা দূষণমুক্ত করার অভিযানে ২০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত তাঁরই। গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে ভাষণে তিনি ২০২২ সালের মধ্যে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক মুক্ত ভারত হবে বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কিছুটা থমকে যেতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। কেন?

বর্তমান দুনিয়ায় প্লাস্টিক এমনই এখ অপরিহার্যতা তৈরি করেছে যে তাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কোনও দেশেরই নেই। দৈনন্দিন জীবনে অজস্র প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্লাস্টিক। শিল্প কলকারখানার প্রস্তুত দ্রব্য, দুধ, তেল, জল, বিস্কুট শ্যাম্পু থেকে কত সহস্রভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে তার হিসেব কজন রাখেন? শুধু ব্যবহার করাই নয়, সেগুলি যত্রতত্র ছড়িয়ে ফেলার বদভ্যাসও রয়েছে। ঘরের অভ্যন্তর ছাড়া বাইরের পরিবেশ নিয়ে মাথা ঘামায় কজন? অধিকাংশই গড্ডালিকার স্রোতে ভাসে। নাগরিক সুঅভ্যাস সম্পর্কে কতজন সচেতন? তাই প্রথমেই দকার সচেতনতা গড়ে তোলা। দরকার প্রচার। এছাড়া রাতারাতি প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। তার আগে প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। তা না হলে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রবণতা বাড়বে প্লাস্টিক ব্যবহারের। গান্ধি জয়ন্তীর দিন ২ অক্টোবর থেকে ‘প্লাস্টিক মুক্ত ভারত’ স্লোগান কার্যকর করবেন বলে জানান, অর্থাৎ একবার ব্যবহারযোগ্য ছয় রকমের প্লাস্টিক বন্ধ করার কথা ঘোষণা করবেন বলেও মোদি পিছিয়ে গেছেন। তাঁর সরকার এখন এ বিষয়ে সুর পাল্টে জনসচেতনতা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে কেন? তার কারণ দেশের আকাশে আর্থিক মন্দার ছায়া প্রলম্বিত হচ্ছে। বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা তলানিতে। প্রতিদিন কাজ হারাচ্ছেন বহু মানুষ। এখনই প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করলে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ৪০ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবেন। দেশে ৩০ হাজার কারখানায় প্লাস্টিক তৈরি হয়। তার সঙ্গে আরও ৩০ হাজার প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ কারখানা জড়িত। প্লাস্টিক ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন বহু মানুষ। বিকল্প ব্যবস্থা না করে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাতী নয় কেন্দ্র। বরং প্লাস্টিকের ব্যাগ, কাপ, স্ট্র, প্লেট ও গ্লাসের ব্যবহারের বিপজ্জনক দিক নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচার করার ওপর জোর দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েচে। তাই কোনও নিষেধাজ্ঞা এখনই জারি করা হচ্ছে না। কেন্দ্রে পরিবেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হলে অর্থনীতি ধাক্কা খাবে। গুরুত্ব দেওয়া হবে প্লাস্টিক বর্জ্য পুনরায় ব্যবহারের ওপর। প্লাস্টিকের অপকারিতা নিয়ে বোঝানোর রাস্তা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে বর্তমান আইনে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করানোর ভার ছেড়ে দেওয়া হবে রাজ্যগুলির ওফর। প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হতে বলা হবে বিভিন্ন রাজ্যকে। গ্রামপঞ্চায়েত, পুরসভাগুলিকে সক্রিয় করে প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ার রূপরেখা তৈরির ওপর জোর দিচ্ছেন মোদি। তবে সবটাই মসৃণভাবে উতরে যাবে এমনটা মনে করার কারণ নেই। চ্যালেঞ্জটা হিমালয়দৃশ। প্লাস্টিক শিল্পমহলের বক্তব্য, আগে ঠিক হোক একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বলতে কী বোঝায়? ৫০ মাইক্রেনের বেশি ব্যবহার করা যাবে কিনা? তবে এটা ঠিক হয়েছে, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এখনই সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে ধাপে ধাপে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হবে দেশ জুড়ে। সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে জনসচেতনতা বাড়াতে। গত ১১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ‘স্বচ্ছতাই হি সেবা’ শীর্ষক প্রচার কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন। তবে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধ করার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। সরকার এখন পরিস্থিতি বুঝে পা ফেলতে চাইছে। কেন্দ্র চায়, বর্তমান আইন মোতাবেক রাজ্য সরকারগুলির একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদন, মজুত রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে আসুক। কেন্দ্র সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে রাজ্যগুলোকে।

ভারত প্লাস্টিকের ব্যবহার হয় বিপুল। বছরে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন প্লাস্টিক । দেশে প্রতিদিন ১০ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টি হয়। একটি হিসাবে দেখা গেছে, বহুজাতিক সংস্থায় তৈরি হয় ৯৮ শতাংশ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক । সাত কোটি দোকনদার। সে কারণে বর্জ্য প্লাস্টিক সংগ্রহের দায় অনেকটাই বর্তায় বহুজাতিক সংস্থার ওপর। গবেষখরা বলছেন, একটা প্লাস্টিক চামচ মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ৪৫০ বছর সময় লাগে। প্লাস্টিকের জিনিস তৈরি হয় পলিস্টাইরিন থেকে। এই পদার্থ সহজে পচে না। এর ভারী আণবিক ওজন ও পলিমার চরিত্র মাটি বা জলের সঙ্গে মিশে যেতে বাধা দেয়, তাই পচনশীলতা নেই। এর কুপ্রভাব ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে প্রচার করা প্রয়োজন। মানুষকে এর বিপজ্জনক দিকগুলো নিয়ে বোঝাতে ব্যর্থ হলে এই নাগপশ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। একবার ব্যবহাযোগ্য প্লাস্টিক সবচেয়ে ক্ষতি করছে সামুদ্রিক পরিবেশের। রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী বছর ১০ কোটি টন প্লাস্টিক বর্জ্য জমা হয়। সমুদ্রে। সমুদ্রের গভীরে বহু সামুদ্রিক প্রামী বিশেষ করে তিনি মাছের পেটেও প্লাস্টিক পাওয়া গেছে। কয়েকদিন আগে একটি মৃত কচ্ছপের পেটে শতাধিক ছোট প্লাস্টিকের টুকরো মিলেছে। প্লাস্টিকের শিকার হয়ে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পুরো খাদ্যশৃহখল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে অচিরেই, এই আশঙ্কা ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে। একবার ব্যবহহারযোগ্য প্লাস্টিকের মারাত্মক ক্ষতির দিকগুলো নিয়ে রেশ কয়েক বছর ধরে সরকারি, বেসরকারি ও আদালত সহ বিভিন্ন স্তরে প্রশ্ন উঠেছে। পাতলা প্লাস্টিক নানা, নর্দমা, নিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত করে দেয় বর্ষায়। এমনকী বৃষ্টির জল ভূস্তর ভেদ করে গভীরে প্রবেশ করতে পারে না এই ধরনের প্লাস্টিকের বধায়। এরফলে ভূগতে জলস্তরে ঘাটতি হয়, গাছের শিকড় জল টানতে পারে না। সমস্যার ব্যাপকতা কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তা কল্পনা করাও কঠিন।

প্লাস্টিক দৈত্যের হাত থেকে বাঁচতে বিকল্প পথ খুঁজতে গবেষণাও চলছে। হাল ছাড়ার মতো অবস্থা হয়নি। ইতিবাচক দিকও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিককে অন্যভাবে ব্যবহারের উপায়ও খোঁজা হচ্ছে নিরন্তর। কিন্তু সুফলও মিলেছেণ রাস্তা তৈরির কাজে অ্যাসফান্টের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে টেকসই হয় বেশি। তার প্রমাণও মিলেছে। আশার কথা, ভারতে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে রাস্তা তৈরির কাজে। প্লাস্টিকের চাপে হিমালয় পর্যন্ত বিপন্ন। নেপাল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিয়েছে। টন টন প্লাস্টিক আবর্জনা সংগ্রহ করে তুলে আনার ব্যবস্থা করেছে। দমবন্ধ অবস্থা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। সিয়াচেন হিমব্যহ এলাকায় অতন্দ্র পাহারায় রয়েছে ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। বসবাসের কারণে জঞ্জাল জমবেই তাও সাফসুতরো করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয় ভারিতীয় সেনাহাহিনী। ২০০৯ থেকে ভারতে হিমাচলপ্রদেশের প্লাস্টিক ব্যাগ বন্ধ হয়েছে। দিল্লিতে ব্যাগ কাপ, প্লেট নিষিদ্ধ হয়েছে ১৯১৭-এর। ভারতই প্রথম দেশ প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণ করতে আইন প্রণয়ন করেছে। প্যাকেজিং অ্যাসোসিয়েশন ফর ক্লিন মুভমেন্ট (পিএসিএ)-এ ৩৫টি বহুজাতিক সংস্থা সই করেছে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের সংস্থা সই করেছে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে। এমাস থেকেই প্লাস্টিককে গুডবাই জানিয়েছে ভারতীয় রেল। সুখের কথা পরিবেশ নিয়ে গণসচেতনতা বাড়ছে, উদ্যোগ চলছে পরিচ্ছন্ন বজায় রাখার। এটাকে গণআন্দোলনের চেহারা দেওয়ার করলব উঠেছে। এই কণ্ঠস্বর আরও জোরালো করে তুলতে হবে। ভারতের মতো বিশাল জনবহুল দেশে সমস্যা বিপুল। সব কিছু সামাল দেওয়ার সঙ্গে প্লাস্টিক মুক্ত করার জন্য চাই যথায়ত দূরদর্শিতার সঙ্গে সঠিক পদক্ষেপ। প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ ফল কাজে লাগানো, যাতে সাপও মরবে কিন্তু লাঠিও ভাঙবে না। প্লাস্টিক দূষণের শিকার শুধু ভারত নয়, গোটা ভূখণ্ডল। প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে জিততেই হবে ভারতকে এবং বিশ্বকে। সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মনে মনে আওড়াতে হবে পল রবসনের গানের কলি—‘উই শ্যাল ওভারকাম সামডে’।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নোবেল ও টুকরো দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই

অতনু বিশ্বাস

প্রথমেই পরিষ্কার করা যাক যে, ২০১৯-এর অর্থনীতিতে নোবল পাওয়া তিনজনের একজন---অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘প্রবাসী’ বাঙালি। তিনি সাউথ পয়েন্ট স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তাই গর্ব করার বিস্তার জায়গা রয়েছে এই নোবেল পুরস্কারে। কিন্তু তিনি ‘ভারতীয় নন। মার্কিন দেশের ‘ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি’ বা ‘এমআইটি’-র এই অধ্যাপক এখন ‘মার্কিন নাগরিক’। তাই ‘ভারতীয়’ হিসাবে আমাদের গর্বের কিছু রয়েছে কি না, সে নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। আপাতত নোবেল প্রাপ্তির দিনে সেই তর্ক দূরে সরিয়ে আমরা বরং কীসের জন্য এই নোবেল এবং তার প্রাপকদের তালিকা ও কীর্তির দিকে একটু তাকিয়ে দেখে। হ্যাঁ, এবারের অর্থনীতির নোবেল, যার পোশাকি নাম ‘ব্যাঙ্ক অফ সুডেন প্রাইজ’, পেয়েছেন তিনজন। একসঙ্গে তাঁদের কাজও মোটামুটি একই বিষয়ে এবং অনেক সময় একই সঙ্গে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বাকি দু’জন বলেন এস্থার ডুফলো এবং মাইকেল ক্রেমার। এস্থার ডুফলো আবার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী, তিনিও পড়ান ‘এমআইটি’-তে। এস্থার ডুফলোর জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে। আর মাইকেল ক্রেমার জন্মসূত্রে মার্কিনি।

এঁরা মূলত গবেষণা করেছেন ‘ডেভলপমেন্ট ইকোনকিস্ম’ বা ‘উন্নতির অর্থনীতি’ নিয়ে। ‘উন্নতি’ মানে মানুষের উন্নতি, মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি। যা অনেকটাই পরীক্ষামূলক। বাস্তবের ক্ষেত্রথেকে তথ্য তুলে এনে তার ভিত্তিতে এঁরা করেছেন তত্ত্বের উপস্থাপন, তৈরি হয়েছে সিদ্ধান্ত। গত দু’-দশকের মধ্যেই বদলে গিয়েছে ডেভলপমেন্ট ইকোনমিক্সের চালচিত্র। তার গবেষণার ক্ষেত্রে এসেছে জোয়ার। নোবেল কমিটি যেমন বলেছেন যে, এঁদের গবেষণা নাকি প্রভূত সাহায্য করেছে বিশ্বজোড়া দারিদ্রের সঙ্গে যুঝতে।

দারিদ্রকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিয়েছেন এই তিন অর্থনীতিবিদ, তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে ‘দারিদ্র’ যেন একটা সার্বিক কথা নয়। তাঁরা দারিগ্রকে ভেঙে ফেলেছেন ছোট ছোট টুকরোয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা---ইত্যাদি নানা ছোট ছোট অংশে। যে সমস্ত সমস্যার সঙ্গে আলাদা আলাদা করে লড়াই করা তুলনায় সহজ । এগুলির সম্মিলিত ফলই তো প্রকাশ পায় জীবনযাত্রার মানদণ্ড হিসাবে। এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়াই তো দারিদ্রের প্রকাশভঙ্গি। কিন্তু সার্বিকভাবে দারিদ্রকে প্রতিহত করার চেয়ে অনেক অনেক সহজ হয়েছে এই টুকরো টুকরো দারিদ্রর সঙ্গে লড়াই করা যেমন, এঁদের গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতেরই ৫০ লক্ষ শিশুকে প্রতিকারমূলক (রেমেডিয়াল) টিউটোরিয়াল দেওয়া হয়েছে স্কুলে। ‘রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকডেমি অফ সায়েন্সেস’তা স্বীকার করেছেন। আবার পৃথিবীর নানা দেশে অনেকটা পরিমাণে ভরতুকি দেওয়া হয়েছে প্রতিরোধমূলক জনস্বাস্থ্যের জন্য। সম্ভব হয়েছে শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সবথেকে কার্যকর ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা।

এসবের শুরু সেই নয়ের দশকের মাঝামাঝি,যখন মাইকেল ক্রেমার এবং তাঁর সহযোগী গবেষকরা পশ্চিম কেনিয়ার উপরে পরীক্ষা, নিরীক্ষা এবং তথ্যভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দেখান যে, উপযুক্ত হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে স্কুলছাত্রদের ফলাফলে কতটা উন্নতি করা সম্ভব। পরবর্তীকালে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্তার ডুফলো জুটি বেঁধে একই ধরনের কাজ করেন ভারত সহ অন্যান্য দেশের উপরে। এবং একই ধরনের আরও বেশ কিছু বিষয়ের উপরেও।

কখনও মাএকল ক্রেমারও হন তাঁদের সহ গবেষক। এর ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণভাবে বদলে যায় ঢেভলপমেন্ট ইকোনমিক্সের চরিত্র, তার রূপ, তার প্রকাশভঙ্গি, এবং তার উপযোগিতা। অনেক সহজ হয় যায় দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করা। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার ডুফলো তাঁদের গবেষণায় জোর দিয়েছেন ‘র‍্যান্ডমাইজ্ড এক্সপেরিমেন্ট’ -এর উপর। ফলশ্রুতিতে তাঁরা ‘ডেভলামেন্ট ইকোনমিক্স ’-এর এর তথ্য সংগ্রহের জন্য পরীক্ষা, নিরীক্ষার পদ্ধতিতেই মোটামুটি প্রচলন করে দিয়েছেন ‘রান্ডমাইজ্ড মোটামুটি প্রচলন করে দিয়েছেন ‘র‍্যান্ডমাইজ্ড কনট্রোলইড ট্রায়াল’-এর ব্যবহার। আপাতভাবে বিষয়টা এরকম---ধারা যাক, দশ হাজার লোকের কোনও জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য পরীক্ষা, নিরীক্ষা হবে, কোন পদ্ধতিতে তাদের সবচেয়ে বেশি উপকার হয়। ধরা যাক, ১০০০ লোককে সরকারি বনা পয়সায় খাবার দেবে, আর ১০০০ লোককে খাবার না দিয়ে পরিবর্তে দেবে নির্দিষ্ট কিছু অর্থ সাহায্য। বাকিদের কিছুই নয়। দেখা হবে দারিদ্র দূরীকরণে কোন পদ্ধতিটা বেশি কার্যকর। একটা উপায় হল তালিকার প্রথম ১০০০ জনকে খাবার পরের ১০০০ জনকে অর্থ দেওয়া। বা একরমই কিছু একটা ‘র‍্যান্ডমাইজ্ড কনট্রোলইড ট্রায়াল’ পদ্ধতিতে কিন্তু এই পরীক্ষার জন্য কাদের খাবার দেওয়া হবে, কাদের অর্থ, আর কাদের কিছুই দেওয়া হবে না---তা ঠিক করা হবে লটারির মাধ্যমে।

অঙ্ক করে দেখা যায় যে, এতে অযাচিত ভুলের সম্ভাবনা কমবে। রাশিবিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে এসেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরীক্ষা, নিরীক্ষায় যেমন কৃষিতে প্রায় ১০০ বছর ধরে। আবার ওষুধ তৈরির জন্য যে গবেষণা হয়, যাকে বলে ‘ক্লিনিক্যাল ট্র্যায়ল’, তাতেও কিন্তু করা হয় ‘র‍্যান্ডমাইজ্ড কনট্রোল্ড ট্রায়াল’, প্রায় আধ শতাব্দীর কাছাকাছি সময় ধরে। কিন্তু অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার ডুফলোর মূল কৃতিত্ব বোধহয় এই যে, তাঁরা রাশিবিজ্ঞানের এই অত্যন্ত কার্যকর এক পদ্ধতিকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন ডেভলপমেন্ট ইকোনমিক্সের সঙ্গে, মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির স্বার্তে, ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্যে। এতটাই যে, র‍্যান্ডমাইজ্ড কনট্রো্ড ট্রায়াল আজ ডেভলপমেন্ট ইকোনকিস্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণের গবেষণায় তাঁদের ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০১১ সালে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার ডুফলো একসঙ্গে লিখেছিলেন ‘পুওর ইকোনমিক্স’ নামের বইটি। অবশ্যই বেশ আকর্ষণীয় এই বইয়ের টাইটেল। বইটি সম্পর্কে অমর্ত্য সেন বলেছেন ‘দারিদ্রের সঠিক রূপারেখার উপরে দুই অনন্যাসাধারণ গবেষকের এক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বই’।

আজ নোবেল কমিটি কিন্তু সেই স্বীকৃতিই দিয়েছে তিন অনন্যাসাধারণ গবেষককে, দারিদ্রকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে, টুকরো টুকরো করে তার সঙ্গে লড়াই করার সূত্রে জোগানোর জন্য।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

বুধবার রাজধানীতে সিপিআইএম এক র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

টালা ব্রীজ এড়িয়ে মঙ্গলবার থেকে পরিবর্তিত ১৩টি বাস রুট

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন পরিবর্তিত রুটে বাস চালু হল। আগামী তিন বছর ধরে চলবে টালা ব্রীজের কাজ। যার জেরে প্রায় ১৩টি বাসের রুটের পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত রুটে ঘুরে যাওয়ার জন্য ভাড়া না হওয়ায় সমস্ত রুটের বাস ১৪দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বুধবার থেকেই চালু হয়েছে কিছু রুট। সমস্ত বাস রুট চালু করা হবে জানিয়েছে উত্তর কলকাতা বাস মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

৩২এ রুট এখন চিড়িয়ামোড় থেকে দমদম রোড হয়ে নাগেরবাজার, লেকটাউন, উল্টোডাঙ্গা হয়ে হাডকো থেকে মহিষবাথান যাবে। আগে এটা মহিষবাথন থেকে দক্ষিণেশ্বর চলত। ৭৮ নম্বর রুট বারাকপুর থেকে এসপ্লেনেড ছিল। রুট পরিবর্তন হয়ে এখন বারাকপুর থেকে পাইকপাড়া আসবে তারপর আবার বারাকপুর ফিরে যাবে।

৭৮/১ নম্বর রুট রহরা বাজার থেকে এসপ্লেনেড ছিল। এখন রহরা বাজার থেকে আসবে চিড়িয়া মোড় থেকে পাইকপাড়া, মিল্ক কলোনি,শ্যামবাজার হয়ে পুরানো রুট ধরে এসপ্লেনেড যাবে। ২০১ নম্বর রুট কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে থেকে সল্টলেক করুণাময়ী ছিল। এখন কল্যাণী এক্সপ্রেস হয়ে আসবে চিড়িয়ামোড়, পাইকপাড়া, মিল্ক কলোনি, আর জি কর রোড হয়ে শ্যামবাজার তারপর রাজাবাজার, ফুলবাগান থেকে হাডকো হয়ে সল্টলেক করুণাময়ী যাবে। ২০২ রুট নাগেরবাজার থেকে টালা ব্রিজ হয়ে সায়েন্স সিটি ছিল।

এখন নাগেরবাজার থেকে লেক টাউন উল্টোডাঙ্গা হয়ে খান্না পুরানো রুট ধরে সায়েন্স সিটি যাবে।

২১৪ রুট বড় বটতলা থেকে বিবাদিবাগ ছিল। এখন বড় বটতলা থেকে পাইক পাড়া থেকে আবার বড় বটতলা ফিরে যাবে। ২১৪এ রুট চেতলা পার্ক থেকে সুখচর গির্জা ছিল। এখন সুখচর থেকে দমদম রোড ধরে যশোহর রোড থেকে আর জি কর হাসপাতালের কাছ দিয়ে শ্যামবাজার হয়ে পুরানো রুট ধরে চেতলা পার্ক যাবে। চেতলা থেকে সুখচর যাওয়ার সময় বেলগাছিয়া হয়ে পাইকপাড়া চিড়িয়ামোড় হয়ে সুখচর যাবে।

২২২ রুট বনহুগলি থেকে বেহালা চৌরাস্তা ছিল। এখন গ্যালিফ স্ট্রিট থেকে বেহালা চৌরাস্তা যাবে। ৩৪সি রুট এসপ্লেনেড থেকে নোয়াপাড়া ছিল। এখন নোয়াপাড়া থেকে চিড়িয়ামোড়, নাগেরবাজার, লেকটাউন, উল্টোডাঙ্গা স্টেশন হয়ে খান্না হয়ে পুরানো রুট ধরে এসপ্লেনেড যাবে। ৩৪বি রুট এসপ্লেনেড থেকে ডানলপ ছিল। এখন চিড়িয়ামোড় নাগেরবাজার লেকটাউন, হাডকো, ফুলবাগান হয়ে রাজাবাজার হয়ে পুরানো রুট ধরে এসপ্লেনেড যাবে। ১০টি বাস রুট ও ৩টি মিনি বাস রুট বন্ধ ছিল। নতুন বা পরিবর্তিত রুটে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা।

খরা মুক্ত মহারাষ্ট্র গড়ার অঙ্গীকার বিজেপির সঙ্কল্প পত্রে

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : খরা মুক্ত মহারাষ্ট্র গড়ার প্রতিশ্রুতি নিজেদের নির্বাচনী ইস্তাহার সঙ্কল্প পত্রে দিয়েছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, রাজ্যের ভাগ্য বদলাতে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়েছে বিজেপি। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস নিয়ে মহারাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে পরিণত করা হবে। মহারাষ্ট্রের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল থেকে খরার ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে জল সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাটি পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ হবে। সমাজের সকলস্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলেই এই সঙ্কল্প পত্রটি তৈরি করা হয়েছে।

এদিন জগতপ্রকাশ নাড্ডা আরও জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে সৌরশক্তি প্রসারের মাধ্যমে কৃষকরা প্রচুর বিদ্যুৎ পাবেন, এক কোটি নারীকে সঞ্চয় দলের আওতায় আনবেন, সকলকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা, বুনিয়াদি সুযোগ সুবিধার দেওয়ার জন্য পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। রাস্তা মেরামত করবে স্বতন্ত্র সংস্থা তৈরি করা হবে। সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সুলভে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। পাঁচ বছর আগে শিক্ষার দিক থেকে মহারাষ্ট্রের অবস্থান গোটা দেশে ছিল ১৭তম স্থানে। বিজেপির পাঁচ বছরের শাসনকালে পরিস্থিতির বদল হয়েছে। এখন তৃতীয় স্থান রয়েছে ভারত। বিজেপি পাঁচ বছরে শিক্ষার ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রকে প্রথম অবস্থানে নেওয়ার চেষ্টা করবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও মহারাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করবে। বিজেপি দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করবে। এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দরিদ্র রোগীদের আরও ভাল চিকিৎসা করা হবে। বিজেপি মহারাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠানে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সরোজ পাণ্ডে, ভূপেশ যাদব, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের রাজ্য বিজেপি সভাপতি চন্দ্রকান্ত প্যাটেল উপস্থিত ছিলেন।

মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় ইস্তাহার প্রকাশ বিজেপির

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। সেই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার নির্বাচনী ইস্তাহার সঙ্কল্প পত্র প্রকাশ করেছে বিজেপি। ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।

মুম্বইয়ের বান্দ্রা পশ্চিমে রঙশারদা সভাঘরে এক অনুষ্ঠানে এই সঙ্কল্প পত্র প্রকাশ করেন বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। কৃষকদের বিশেষ গুরুত্ব এই ইস্তাহারে দেওয়া হয়েছে। কৃষি কাজে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং দিনে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত কৃষকদের কৃষি কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে। ২০২২ সালের মধ্যে প্রত্যেক বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। সবার জন্য বুনিয়াদি সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রের সহযোগিতায় পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হবে। মহারাষ্ট্র থেকে গোয়া পর্যন্ত বিশেষ বাস পরিষেবা শুরু করা হবে। রাজ্যের দুস্থ কৃষকদেরকে বছরে দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কৃষি ঋণ মকুবও করা হবে।

উল্লেখ করা যেতে মহরাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে শিবসেনা, আরপিআই-এর সঙ্গে জোট করে লড়ছে বিজেপি।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ মহিলা দিবসে টুইট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স) : আজ ১৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক গ্রামীণ মহিলা দিবস। মঙ্গলবার এই বিশেষ দিনে রাজ্যসরকারের "আনন্দধারা" প্রকল্পের উদ্দেশ্য গুলি তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এই বার্তা পাঠান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ আন্তর্জাতিক গ্রামীণ মহিলা দিবস। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বাংলার সরকার গ্রামের মহিলাদের ক্ষমতায়ন করছে। "আনন্দধারা" প্রকল্প প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে মাছের চারা, হাঁস-মুরগী-ছাগল ছানা দেওয়া হয় প্রতিপালনের জন্য।' ২০১২ সালে ১৭ ই মে পশ্চিমবঙ্গে আনন্দধারা প্রকল্প চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের নারীদের নিয়ে একটি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়। যেখানে রাজ্যের প্রত্যেক নারী নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আয়ের পথ সুনিশ্চিত করতে পারবে।

অন্যদিকে পরিবার ও সমাজে গ্রামীণ নারীর অবস্থানের মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে, আন্তর্জাতিক গ্রামীণ মহিলা দিবস পালনউঅংর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় রাষ্ট্রসংঘে। ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের সিদ্ধন্ত গৃহীত হয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জিয়াগঞ্জ কান্ডে গ্রেফতার ১, আর্থিক লেনদেনের জেরে খুন দাবি পুলিশেব

কলকাতা, ১৫ কলকাতা (হি.স) : জিয়াগঞ্জ শিক্ষক পরিবার খুনের ঘটনায় এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ঊ ধৃতের নাম উৎপল বেহরা (৩৫) ঊ নিহত শিক্ষকের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের জেরেই এই খুন বলে স্বীকার করে ধৃতঊ প্রমাণ লোপাটের জন্য খুন করা হয় তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকেও ঊ জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তুলে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজত চাইবে পুলিশ।

এদিন জেলা পুলিশ সুপার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, পেশায় রাজমিস্ত্রী উৎপল বেহরা ছিল সাগরদিঘিরই বাসিন্দা ঊ শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল ও সৌভিক বণিকের বিমা সংস্থায় লগ্নি করেছিলেন তিনিঊ বন্ধুপ্রকাশের কাছে ৪৭ হাজার টাকা পেত উৎপল বেহরা। সেই টাকা ফেরত চাওয়াতে বন্ধুপ্রকাশ নাকি গালিগালাজ করেন উৎপলকে। এই অপমানের বদলা নিতেই শিক্ষককে খুন করবে বলে ঠিক করে নেয় উৎপল ঊ সেই মত প্ল্যান করে দশমীর দিন ওই শিক্ষকের বাড়িতে উপস্থিত হয় উৎপল ঊ শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল দরজা খুলতেই তাঁর উপর আঘাত করে উৎপল ঊ একই পাড়ার বাসিন্দা হওয়ায় তাঁকে চিনত শিক্ষকের স্ত্রী ও পুত্র ঊ তাই বন্ধুপ্রকাশ পালকে খুন করার পর, প্রমাণ লোপাটের জন্য একে একে খুন করা হয় তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে ঊ পুলিশের জেরায় এমনটাই স্বীকার করেন উতল ।

প্রসঙ্গত, বিজয়া দশমীর দিন বাড়িতে ঢুকে খুন করা হয় স্কুল শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল, তাঁর স্ত্রী বিউটি মণ্ডল পাল ও তাঁর ছেলে বন্ধু অঙ্গন পালকে। জানা গিয়েছে, অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বিউটি মণ্ডল। এই ঘটনার পর থেকেই উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি ঊ দোষীদের খুঁজতে শুরু হয় তদন্ত ঊ সোমবার রাতভর দফায় দফায় জিয়াগঞ্জ থানায় ডেকে জেরা করা হয় ওই খুনের ঘটনায় সন্দেহভাজন কয়েকজন ব্যক্তিকে। রাতে সিআইডির প্রতিনিধি দল হানা দেয় রামপুরহাটের একাধিক জায়গায়। অবশেষে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুঞ্চে ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, পাল্টা যোগ্য জবাব ভারতের

পুঞ্চ, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। পুঞ্চের কাসবা এবং কিরনি সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনিগুলি এবং ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় মর্টার শেলিং করতে থাকে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে সকাল ৯টা ৩০মিনিট নাগাদ কাসবা এবং কিরনি সেক্টরে মর্টার এবং ছোট স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তানি রেঞ্জার্স। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। বসতিপূর্ণ গ্রামগুলিতে গোলাবর্ষণ করার ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে সোমবার ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুঞ্চ জেলার কেরনি সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি এবং বসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করে ভারী গোলাবর্ষণ করেছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের এই গুলিবর্ষণের জবাবে ভারতীয় সেনারাও উপযুক্ত জবাব দেয়।

উত্তরাখন্ডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গাড়ি, নিহত একই পরিবারের পাঁচ

দেহরাদুন(উত্তরাখন্ড), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গাড়ি। নিহত একই পরিবারের পাঁচ সদস্য। পাশাপাশি গুরুতর জখম দুই। মঙ্গলবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি উত্তরাখন্ডের তেহরি গাড়ওয়াল জেলায় হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার কাজ চালায় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং পুলিশ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে মুসৌরি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে তেহরি গাড়ওয়ালের নেনবাগে আগলাড় সেতু কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচজনের। দুর্ঘটনায় এয়ারলিফট করে আহতদের ঋষিকেশের এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গাড়িটি দেহরাদুন থেকে লাখামন্ডলের দিকে যাচ্ছিল। নিহতদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। নিহতরা হলেন, বাবুরাম গৌড়, তাঁর স্ত্রী দর্শনী দেবী, ছেলে হেপ্পি গৌড়, মেয়ে রীনা এবং নাতনি শানু। এরা প্রত্যেকেই লাখামন্ডলের বাসিন্দা।

কালাম স্মরণে প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড় এপিজে আবদুল কালামের ৮৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজ্ঞানী তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির স্মরণে একটি ট্যুইটবার্তা লিখেছেন তিনি। পাশাপাশি ট্যুইট করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

নিজের ট্যুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, ড় এপিজে আবদুল কালামের স্মরণে হৃদয় ভরা শ্রদ্ধার্ঘ্য।

একবিংশ শতাব্দীর সক্ষম ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য অসাধারণ অবদান রেখে গিয়েছেন। জন্মজয়ন্তীতে ড় এপিজে আবদুল কালামকে কুর্ণিশ জানায় ভারত।

ট্যুইট করে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ৮৮ তম জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। নিজের ট্যুইটবার্তায় রাজনাথ সিং লিখেছেন, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এক অসাধারণ বিজ্ঞানী ছিলেন।

তিনি জনগণের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ভারতীয়দের হৃদয় ও মননে তিনি সর্বদা জীবিত থাকবেন।

১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে জন্মগ্রহণ করেন এপিজে আবদুল কালাম। পরবর্তীকালে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০২ সালে ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি হন ড় এপিজে আবদুল কালাম।

এপিজে আব্দুল কালামের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স) : আজ ১৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড় এপিজে আব্দুল কালামের ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী। মঙ্গলবার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন,'''জনগণের রাষ্ট্রপতি' ড় এপিজে আব্দুল কালাম জি-র জন্মবার্ষিকীতে জানাই শ্রদ্ধার্ঘ্য। ওঁনার কথা খুব মনে পড়ে।' ১৯৩১ সালে ১৫ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ২৭ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান ঘটে তাঁর। ড় কালাম ছিলেন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একাদশ তম রাষ্ট্রপতি। ড় কালাম তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন একজন বিজ্ঞানী হিসেবে। পরে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। প্রথম জীবনে টানা চল্লিশ বছর তিনি প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা (ডিআরডিও) ও ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায়(ইসরো) বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন। ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি ও সামরিক সুসংহত নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশযানবাহী রকেট উন্নয়নের কাজে তার অবদানের জন্য তাকে 'ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র মানব' বা 'মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া' বলা হয়। ১৯৯৮ সালে পোখরান-২ পরমাণু বোমা পরীক্ষায় তিনি প্রধান সাংগঠনিক, প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। এটি ছিল ১৯৭৪ সালে স্মাইলিং বুদ্ধ নামে পরিচিত প্রথম পরমাণু বোমা পরীক্ষার পর দ্বিতীয় পরমাণু বোমা পরীক্ষা। ২০০২ সালে কালাম তৎকালীন শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিরোধী দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পাঁচ বছর এই পদে আসীন থাকার পর তিনি শিক্ষাবিদ, লেখক ও জনসেবকের সাধারণ জীবন বেছে নেন।

বধূর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য হরিদেবপুরে

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স) : হরিদেবপুরের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল গৃহবধূর অগ্নিদগ্ধ দেহ ঊ ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার ভোরে হরিদেবপুরের করুণাময়ী ঘাট রোডে । মৃতার নাম শিপ্রা দে (৩৮) ঊ এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোরে শিপ্রা দেবীর ঘর থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁরাই খবর দেন দমকলে। পরে দমকলকর্মীরাই ঘরের থেকেই ওই মহিলার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার করে ঊ খবর পেয়ে উপস্থিত হয় হরিদেবপুর থানায় পুলিশ । পুলিশ ওই মহিলার দেহ উদ্ধার করে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাটিকে আত্মহত্যাই বলেই মনে করছে পুলিশ ।

বুধবার বজরং দল রাজধানীতে এক র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

হরিয়ানায় দুইটি বড় জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

চণ্ডীগড়, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ২১ অক্টোবর হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন। সেই উপলক্ষ্যে জোর কদমে চলছে নির্বাচনী প্রচার। কেউ একে অন্যকে জমি ছাড়তে নারাজ। একদিকে যখন হরিয়ানায় ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনের ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠে রাজ্যে ক্ষমতা আসার জন্য মুখিয়ে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেস। মঙ্গলবার দুইটি বড় জনসভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হরিয়ানার চারখি দাদরি এবং কুরুক্ষেত্রে দুইটি বড় জনসভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি। ১৮ অক্টোবর জাঠ অধ্যুষিত হিসারের জনসভায় ভাষণ দিয়ে হরিয়ানায় নির্বাচনী প্রচার শেষ করবেন প্রধানমন্ত্রী। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের জন্য চারটি বড় জনসভা করার কথা নরেন্দ্র মোদীর। ইতিমধ্যে সোমবার বল্লভগড়ে প্রথম বড় জনসভাটি করেছেন তিনি। ১৮ অক্টোবর জাঠ অধ্যুষিত হিসারে চর্তুথ তথা শেষ বড় জনসভায় ভাষণ দিয়ে হরিয়ানায় নির্বাচনী প্রচার শেষ করবেন প্রধানমন্ত্রী। বল্লভগড়ের নির্বাচনী জনসভা প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিল তিনি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্পের প্রসঙ্গও তিনি নিজের ভাষণে তুল ধরেন।

বিশিষ্ট সন্তদের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স) : আজ ১৫ অক্টোবর, শিরডির সাঁইবাবা ও শিখ ধর্মগুরু গুরুরাম দাসের জন্মবার্ষিকী। মঙ্গলবার এই বিশেষ দিনে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

বিশ্ব গণিত দিবসেই নয়া টুইস্ট বিদার

ঘরোয়া ছাপোসা গৃহবধু থেকে মঙ্গলের বিজ্ঞানী-আবারও তিনি ছক ভেঙে বেরিয়ে এলেন। এতক্ষণে হয়তো বুঝতেই পারছেন কার কথা বলা হচ্ছে। তিনি হলেন বলিউডের লাইমলাইট কুইন বিদা বালন। বরাবরই ভিন্ন স্বাদের ছবি নিয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন তিনি। তাই আবারও নিজেকে একটু অন ভাবে তুলে ধরছেন দর্শকদের মধ্যে। বিস্ময়প্রতিভা গণিত সম্রাজ্ঞী শকুন্তলা দেবীর বায়োপিকে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি।আজ বিশ্ব গণিত দিবসে প্রকাশিত হল শকুন্তলা দেবীর বায়োপিকের নতুন মোশন পোস্টার। যেটি নিজের ট্যুইটার প্রোফাইলে পোস্ট করেছেন বিদ্যা। শুধু তাই নয়, টুইটে তিনি জানিয়েছেন, এই পোস্টারের সঙ্গে তিনি গণিতের বিস্ময় প্রতিভাকেও স্মরণ করেছেন। ছবির এই পোস্টার প্রকাশে আসা মাত্রই নজর কেড়েছে নেটিজেনদের।বেঙ্গালুরুর কন্নড় পরিবারে জন্ম শকুন্তলা দেবীর। মাত্র ছয় বছর বয়সেই মাইসোর বিশ্ব বিদালয়ে নিজের সংখাগণনার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। খাতায় লেখা হোক বা কালকুলেটার কিংবা কম্পিউটার বড় অঙ্কের কালকুলেশান তিনি মুহূর্তের মধে মুখে মুখেই করে ফেলতেন। আর এই কারণের জনই তাকে মানব কালকুলেটার বা মানব কম্পিউটার বলা হয়। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও তিনি সমান ভাবে খাতির শীর্ষে ছিলেন। তার এই অসামান প্রতিভার জন গিনেস বুক অব ওয়র্ল রেকর্ডে তিনি নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। সংখা নিয়ে খেলার পাশাপাশি তিনি জোতিষচর্চাও করতেন। এর পাশাপাশি বই লিখেছেন জোতিষ, সমকামিতা নানা বিষয় নিয়ে। তার এই বর্ণময় জীবনকেই সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তুলছেন বিদা বালন।ছবির শুটিং চলেছ জোরকদমে। ছবিতে বিদার মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছে সানিয়া মলহোত্র, এছাড়াও স্বামীর ভূমিকায় যীশু সেনগুপ্তকে দেখা যাবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরেই মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি।

লাল সিং চাড্ডা”র জন্য টম হ্যাঙ্কসের কাছে টিপস নিতে ছুটলেন আমির

মহানগর ওয়েবডেস্ক: আমির খান আপাতত ব্যস্ত তাঁর আগামী সিনেমা ”লাল সিং চাড্ডা” নিয়ে। আগামী বছরেই মুক্তি পাবে এই কমেডি-ড্রামা ব্যানারের সিনেমাটি। যেটি হলিউডের বিখ্যাত সিনেমা ”ফরেস্ট গাম্প”-এর অফিসিয়াল রিমেক। এই সিনেমাতেই মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল টম হ্যাঙ্কসকে। যার জন্য অস্কার পেয়েছিল ”ফরেস্ট গাম্প” সিনেমাটি। আপাতত পুরোদমে চলছে এই সিনেমার শ্যুটিং। এরই মাঝে সুখবর শোনালেন আমির।”লাল সিং চাড্ডা”র জন্য টম হ্যাঙ্কস-এর কাছে যাচ্ছেন আমির। ”ফরেস্ট গাম্প”-এর অফিসিয়াল রিমেক হওয়াতে টম হ্যাঙ্কস-এর থেকে কিছু টিপস নিতেই হলিউড যাত্রা আমিরের। প্রযোজনা সংস্থাও চাইছেন টম হ্যাঙ্কস যাতে ভারতে এসে আমিরের ”লাল সিং চাড্ডা”-তে অভিনয়ের দিকটা দেখেন। ”ফরেস্ট গাম্প” সিনেমাতে টম হ্যাঙ্কসের চরিত্রেই অভিনয় করবেন

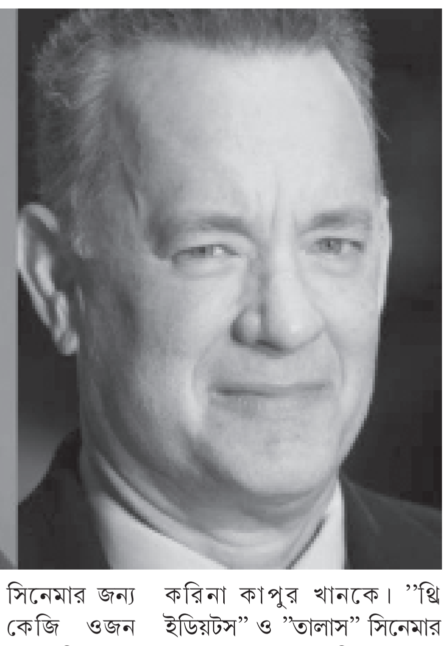

আমির খান। যার জন্য পুরোদস্তুর ট্রেনিং নিচ্ছেন আমির। বাণিজ্যিক ভাবে ও চিত্রনাট্যের দিক দিয়ে ”ফরেস্ট গাম্প” সিনেমাটি বলিউডে একটি অন্য মাত্রার সিনেমা হিসাবে উঠে আসবে দর্শকদের কাছে। ”লাল সিং চাড্ডা”-তে একজন শিখের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে আমিরকে। এই সিনেমার জন্য আমির ২০ কেজি ওজন কমিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। যার জন্য দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বিশেষ ডায়েটে আছেন আমির।শুধুমাত্র রুটি-সব্জি ও কিছু প্রোটিন খেতেই দেখা যাচ্ছে আমিরকে। এই সিনেমাতেই আমিরের প্রেমিকার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে করিনা কাপুর খানকে। ”থ্রি ইডিয়টস” ও ”তালাস” সিনেমার পর ফের একসঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে আমির ও করিনাকে। আগামী বছরের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনে মুক্তি পাবে ”লাল সিং চাড্ডা”। পরিচালনার আসনে আছেন ”সিক্রেট সুপারস্টার”-এর পরিচালক।

নবাবী মেজাজে দেখা দিলেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

দেবলীনা ব্যানার্জীঃ রোমান্টিক কমেডি সবসময়ই দর্শকদের পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে থাকে। এমনই একটি কমেডির ইঙ্গিত পাওয়া গেল নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির আসন্ন ছবি ” মোতিচুর চাখনাচুর ”এর ট্রেলারে। কমেডির সাথে রোমান্সের তড়কা আর নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির মতো অভিনেতার উপস্থিতি। ভিন্ন স্বাদের গল্প আর ভিন্ন স্বাদের জুটি। মোতিচুর এ নওয়াজের বিপরীতে রয়েছেন সুনীল শেট্টির কন্যা আথিয়া শেট্টি।

আথিয়াকে বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছে ট্রেলারে। এখন এই নতুন জুটি কি ধামাল করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। সেদিনই মুক্তি পাচ্ছে ”মোতিচুর চাখনাচুর”। ছত্রিশ বছর বয়সী পুস্পিন্দর পান্ডে বিয়ের জন্য পাগল। যদিও কথাতেই আছে ‘শাদি কা লাড্ডু জো খায়া বো ভি পস্তায়া, অউর জো না খায়া বো ভি পস্তায়া’। তাই বিয়ে না করে আপশোস না করার থেকে বিয়ে করে বিবাহিত জীবনে ভোগাটাই অনেকের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়।এটাই মত পুস্পিন্দর পাণ্ডে ওরফে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকিরও। তাঁর কথায়, ’৩৬ বছর বয়স তো হল আর কত দিন একা থাকব?’ অতঃপর শুরু হয় মেয়ে খোঁজা। ”মোতিচুর চাখনাচুর” নামে ছবিটি ঠিক এরকমই এক বিয়েপাগল লোকের গল্প নিয়ে তৈরি।অন্যদিকে আথিয়া শেট্টি একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে, যার স্বপ্ন বিয়ের পর সে বিদেশে পাড়ি দেবে বরের সঙ্গে। অতএব, বাড়ি থেকে পাত্র খুঁজলে যেন বিদেশে প্রতিষ্ঠিত পাত্রই খোঁজা হয়, এটাই তার একমাত্র চাহিদা। শুধু এনআরআই স্বামী চাই তার, সে দেখতে যেমনই হোক!এমনই এক পরিস্থিতিতে আথিয়ার দেখা হয় পুস্পিন্দর ওরফে নওয়াজউদ্দিনের সঙ্গে। সে জানতে পারে যে দুবাইয়ে থাকে পুস্পিন্দর, অতঃপর তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। এর পরই আথিয়ার পরিবারের লোক জানতে পারেন যে পাত্র মোটেই বিদেশে থাকে না। তারপর? আদৌ কি পুসপিন্দর পাণ্ডের বিয়ে করার ইচ্ছেপূরণ হবে? ট্রেলারে তার জবাব নেই, জবাব খুঁজতে অপেক্ষা করতে হবে ছবি মুক্তি পর্যন্ত। মজাদার এই ছবিতে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও আথিয়া শেট্টির সঙ্গে দেখা যাবে বিভা ছিব্বের, নভনী পরিহার, বিবেক মিশ্র ও করুণা পান্ডেদের মত অভিনেতাদের।

কিডনি ভালো রাখতে যে খাবার ভুলেও খবেন না

কিডনি রোগ একটি নীরব ঘাতক।এ ধরনের রোগের চিকিতসাও বেশ ব্যয়বহুল। তাই আগে থেকেই কিডনির যত্ন নেয়া উচিত। তাই কিডনি ভালো রাখাতে হলে খাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে।কিডনিকে ভালো রাখতে চাইলে প্রতিটি খাবারে পটাসিয়ামের মাত্রা জানা জরুরি।অনেক কিডনি রোগাক্রান্ত না জেনেই পেয়ারা খায়। পেয়ারায় ১১ পটাসিয়াম। পটাসিয়াম কিডনি রোগিদের জন্য খুব খারাপ। অসুস্থ কিডনি অনেক সময় রক্ত থেকে পটাশিয়াম নিষ্কাশন ঠিকমতো করতে পারে না। এতে রক্তে পটাশিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যায়।মাঝেমধ্যে রক্তে ইলেকট্রোলাইট পরীক্ষা করা হলে বিষয়টা ধরা পড়ে। যাদের এই প্রবণতা আছে তাদের উচ্চ পটাশিয়ামযুক্ত ফলমূল এড়িয়ে চলাই ভালো। একই ভাবে কলায় প্রচুর পটাসিয়াম থাকে। চাল কুমড়োর ক্ষেত্রে প্রজোয্য। খেজুরের গুড়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। বেশি পটাশিয়াম আছে কলা, কমলা, ডাব, তরমুজ, টমেটো, কিশমিশ, অ্যাভোকেডো ইত্যাদি ফলে।

বিরাটের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত অনুষ্কা

বিরাট কোহলি দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় প্রোটিয়াদের বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেন। টেস্ট কেরিয়ারে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর করার পাশাপাশি একাধিক রেকর্ড ভাঙেন ভারত অধিনায়ক। বিরাট সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় ক্রিকেটের ফার্স লেডি অনুষ্কা শর্মা।মহারাষ্ট্র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিরাটের ডাবল সেঞ্চুরির পর সোশাল মিডিয়ার বিরাট প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটান অনুষ্কা। ইনস্টাগ্রামে বিরাটের ডাবল সেঞ্চুরির সেলিব্রেশনের ছবির সঙ্গে লাভ সাইনের ইমোজি পোস্ট করে বিরাটপত্নী। বলিউড অভিনেত্রীর এই বিরাট প্রেমের প্রশংসা করেন বরুণ ধাওয়ান ও অর্জুন কাপুর। এদিন টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর সপ্তম ডাবল সেঞ্চুরি করে টপকে যান সচিন তেন্ডুলকর ও বীরেন্দ্র সেহওয়াগকে। বিরাটের আগে ভারতীয়দের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক ছ”টি ডাবল সেঞ্চুরি ছিল সচিন ও সেহওয়াগের। কিন্তু এদিন দু”জনকে ছাপিয়ে প্রথমবার ভারতীয় হিসেবে সপ্তম দ্বিশতরানের মালিক হন কোহলি। পাশাপাশি এদিন টেস্ট ক্রিকেটে সাত হাজার রানের মাইলস্টোন পৌঁছন কোহলি।একই সঙ্গে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে রিকি পন্টিংয়ের সর্বাধিক সেঞ্চুরিকে ছুঁয়ে ফেলেন বিরাট। সেই সঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে ব্যাট হাতে ভাঙেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের অনন্য নজির। অধিনায়ক হিসেবে নবম ১৫০ বা তার বেশি রানের ইনিংস খেলে অজি কিংবদন্তিকে টপকে যান বিরাট।শুধু তাই নয়, পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ২৫০ রানের বিরাট ইনিংস খেলার নজির গড়েন কোহলি।

ভিন্ন স্বাদের গল্প ও ভিন্ন স্বাদের জুটিতে

এঁরাই হলেন নতুন ”পতি”, ”পত্নী” এবং ”ও”! ছবি মুক্তি ৬ ডিসেম্বর এই বছর শীতের শুরুতেই বলিউড দর্শক পেতে চলেছেন একটি কমেডি ছবি যার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান, ভূমি পেডনেকর ও অনন্যা পাণ্ডে। এই ছবির শুটিং শুরু হওয়া থেকেই দর্শকের আগ্রহ তুঙ্গে ছবির কাস্টিংয়ের জন। ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানের পতি-পত্নী জুটি ও তৃতীয় ব্যক্তির চরিত্রে অনন্যা পাণ্ডে নিঃসন্দেহে ছবি নিয়ে মানুষের কৌতূহল বাড়িয়েছিল। সম্প্রতি ছবির ক্যারেক্টার পোস্টারগুলি প্রকাশ পেতেই ছবি নিয়ে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ।এই পোস্টারগুলি তিন অভিনেতা-অভিনেত্রীই তাঁদের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন। এই ছবিতে কার্তিকের চরিত্রের নাম চিন্টু ত্যাগী, যে চরিত্রটি নাকি এক আদর্শ স্বামীর চরিত্র। আর তার স্ত্রীর চরিত্রে রয়েছেন ভূমি পেডনেকর, চরিত্রের নাম বেদিকা ত্রিপাঠী। মজা করে নিজের চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন ভূমি যে চরিত্রটি নাকি ইমোশনালি হাই মেনটেনেন্স অর্থাত খুবই অভিমানী, তাই তাকে সব সময় একটু যত্নে রাখতে হয়।বালা টিমকে আগেই আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলাম: অভিষেক পাঠকআর ওই পতি ও পত্নীর কেমিস্ট্রির মধ্যে ঢুকে পড়বে অনন্যা পাণ্ডে-অভিনীত চরিত্রটি যার নামটি এখনও জানা যায়নি। কিন্তু পোস্টারে লেখা রয়েছে যে ও অগ্নিপথ হ্যায়, ইসসে কোই প্যার না কর পায়া। অর্থাত এমনই তার ক্যারিশ্মা যে তার সঙ্গে কারও প্রেম টিকে উঠতে পারে না।এই হাস্যরসাত্মক ছবিটি তিন তারকার কাছেই একটি অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ কারণ ১৯৭৮ সালের পতি পত্নী অউর ও ছবিটি বলিউড ছবির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে ধরা হয়। ওই ছবিতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন সঞ্জীব কুমার, বিদ্যা সিনহা এবং রঞ্জিতা কাউর।

আলিয়া ভাইয়ের বউ হলে খুব খুশি হব, বললেন করিনা কপূর

মুম্বই: রণবীর কপূরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার মধ্যে রয়েছেন বলিউড আলিয়া ভট্ট। দুজনের সম্পর্ক নিয়ে এবার নিজের মতামত জানালেন রণবীরের তুতো দিদি করিনা কপূর খান। তিনি বলেছেন, আলিয়া ও রণবীরের বিয়ে হলে তিনি খুব খুশি হবেন।গত বছর দুয়েক ধরেই একে অপরের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আলিয়া ও রণবীরকে। তাঁদের বিয়ে নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। একটি অনুষ্ঠানে বলিউডের পরিচালক কর্ণ জোহর ও আলিয়ার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে এই মন্তব্য করেন করিনা।কর্ণ জোহর আলিয়াকে প্রশ্ন করেন, তিনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে, একদিন করিনার ভাইয়ের বউ হবেন। কর্ণের এই প্রশ্নের পরই করিনা বলে, আমি এই বিশ্বের সবচেয়ে খুশি মহিলা হব। আর আলিয়া বলেন, সত্যি কথা বলতে কী, এ ব্যাপারে আমি কখনও ভাবিনি। এখনও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে চাই না। সময় এলে ভাবব।এরপর কর্ণ বলেন, যখন এমনটা হবে, তখন তিনি ও করিনা সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন এবং বরণডালা নিয়ে তাঁদেরকে বরণ করতে প্রস্তুত থাকবেন।উল্লেখ্য, তখত সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যাবে করিনা ও আলিয়াকে। সিনেমার পরিচালক কর্ণ।

তারক মেহতা কা উলটা চশমা”-য় দিশাকে ফিরতে দিচ্ছেন না তাঁর স্বামী ময়ূর পাড়িয়া!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ”তারক মেহতা কা উলটা চশমা”-য় তাঁর গলায় ”টাপ্পু কে পাপা”-এই ডাক না শুনলে যেন মন ভরে না দর্শকদের। পর্দার জেঠালাল গড়া এবং তাঁর স্ত্রী দয়াবেনের জুটিতেই মাত টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় ধারাবাহিক। কিন্তু মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তারক মেহতা কা উলটা চশমায় দেখা যাচ্ছে না দয়াবেন ওরফে দিশা ভাকানিকে।মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষ হওয়ায় এবার ফের শ্যুটিং ফ্লোরে দেখা যাবে দিশাকে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিকের প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে দিশার কথা হয়ে গিয়েছে পারিশ্রমিক এবং ছুটি সংক্রান্ত বিষয়ে। ফলে এবার দিশাকে ফের টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে বলে শোনা যাচ্ছিল। এমনকী, ধারাবাহিকের একটি দৃশ্যে সম্প্রতি দিশাকে দেখাও গিয়েছে বলে খবর। ফলে দর্শকদের প্রত্যাশা চড়তে শুরু করে।তারক মাহতা কা উলটা চশমায় দিশা ভাকানির ফিরে আসা নিয়ে যতই গুঞ্জন চলুক না কেন, এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রীর স্বামী ময়ূর পাড়িয়া। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে দিশার শ্যুটিং ফ্লোরে ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে কথা হলেও সমস্যা কিছু মেটেনি। প্রযোজক সংস্থা যদি দিশার সমস্ত দাবি দাওয়া মেনে নেয়, তাহলে তিনি ফের ওই মেগা ধারাবাহিকের শ্যুটিং শুরু করবেন বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন দিশার স্বামী ময়ূর পাড়িয়া।প্রসঙ্গত, মাতৃত্বকালীন ছুটির শেষে শ্যুটিং ফ্লোরে ফেরাতে হলে দিশার স্বামী স্ত্রীর জন্য বেশ কিছু শর্ত দেন। যার মধ্যে দিশার পারিশ্রমিক বাড়াতে হবে। ৬ ঘণ্টার বেশি তিনি শ্যুটিং করবেন না বলে শর্ত দেন ময়ূর পাড়িয়া। যদিও তারক মেহতা কা উলটা চশমায় দিশাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রযোজক সংস্থা আগ্রহী হলেও, তাঁর স্বামীর শর্ত মেনে নেওয়া হয়নি বলে জানা যায়। ফলে ওই ধারাবাহিকে দিশার ফিরে আসা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে পুরোদমে।

তৈমুর পাপারাতজিদের পোজ দেয়, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ছবি তোলে না”

মুম্বই: তৈমুর আলি খান। জন্মের পর থেকেই সুপারস্টার সে। যেখানে তৈমুর, সেখানেই পাপারাতজিদের ভিড়। যে কোনও নামজাদা বলি-তারকাকেও জনপ্রিয়তায় ১০ গোল দিতে পারে ছোটে নবাব। সইফ আলি খান আর করিনা কাপুরের বছর দুয়েকের এই পুত্র কখন কী করছে প্রায় সবই নখদর্পণে রাখে সাংবাদিককূল।রাস্তাঘাটে, খালর মাঠে, বিমানবন্দরে, প্লে-স্কুলে যেখানেই তাকে দেখা যাক না কেন, হাজারটা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠবেই। শুধু তাই নয়, পাপারাতজিদের সঙ্গেও বেশ দোস্তি তৈমুরের। তাঁদের দেখে হাতনাড়া, কথার বলা বা কথার উত্তর দিতেও দেখা যায় খুদে তারকাকে।কিন্তু বাড়িতে সেই তৈমুরই নাকি এক্কেবারে ছবি তুলতে চায় না। সে কথা জানালেন খোদ করিনাই। সম্প্রতি দ্মন্ত্র-২০১৯-এ এসে করণ জোহরের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বেগম জান নিজেই বললেন, ফোটোগ্রাফারদের তৈমুর নিজের বন্ধু ভাবে। তাই তাঁদের দেখে হাতনাড়ে সে। কিন্তু অন্য সময় ছবি তুলতে তার বেজায় আপত্তি। তৈমুরের সঙ্গে ছবি তুলতে গেলেই নাকি সে করিনাকে বলে, ”আম্মা, নো ফোটোগ্রাফ।”

চুলের সমস্যা থেকে রেহাই দেবে বালা!

চুলের সমস্যা? চিন্তা নেই, হেয়ার মাস্ক এবং প্যাক সাহায্য করবে নতুন চুল গজাতে। ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে বালা। আশায় আছে নতুন চুল হবেই। সম্প্রতি অমর কৌশিকের ”বালা”-র ট্রেলারে এমনই ছবি ফুটে উঠেছে। দেখা যায়, ভূমির সঙ্গে একেবারে তর্কাতর্কিতে লেগে পড়ে বালা। কারণ, বালার চায় সুন্দর, সুশীল এবং ফর্সা পাত্রী। আর এটা একেবারেই মানতে নারাজ ভূমি।অন্যদিকে আয়ুষ্মান খুরানা অর্থাত বালা নতুন চুল গজানোর জন্য নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে চলেছে। কখনও স্প্রে, আবার পাউডার, পরচুল এবং গোবরও লাগাতে ছাড়ছে না সে। কিন্তু কোনও কিছুই কাজে লাগছে না। তবে বালার এই হাল হল কী ভাবে?ট্রেলারে দেখা যায়, ছোট থেকে মাথায় বেশ ভাল চুলই ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা পড়তে থাকে। এদিকে বালা এক টিকটক স্টার সুন্দরী ইয়ামি গৌতমের প্রেমে পড়েছে। চুপি চুপি ইয়ামির ভিডিয়ো দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দেন। ইয়ামিকে পটাতে পরচুলও পরে ফেলে বালা। আর এরপরেই জমিয়ে প্রেম করে দুজনে।কিন্তু শেষমেষ কী আদৌও বালার প্রেম কাহিনি বা নতুন চুল আসবে, তা জানা যাবে ৭ নভেম্বর। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে আয়ুষ্মান খুরানা, ভূমি পেডনেকর, ইয়ামি গৌতম, জাভেদ জ্যাফরি, সৌরভ শুক্লা, অভিষেক ব্যানার্জি এবং অনান্য তারকাদের।

৩০০ কোটির ঘরে ”ওয়ার”

৩০০ কোটির ঘরে ঢুকতে চলেছে ”ওয়ার”। টাইগার শ্রফ-হৃতিক রোশনের এই ফিল্ম দারুণ ব্যবসা করছে। দুই অভিনেতার ফিল্ম রেকর্ড ভাঙতে চলেছে। ফিল্ম সমালোচক ও বাজার বিশেষজ্ঞ তরণ আদর্শ জানাচ্ছেন, ”ওয়ার” তার আধিপত্য বজায় রেখেছে। দেওয়ালি পর্যন্ত বক্স অফিসে থাকবে তারই রমরমা। দ্রুত ৩০০ কোটির দিকে এগিয়ে চলেছে ”ওয়ার”। শুক্রবার ৭ কোটি ১০ লাখের ব্যবসা করেছে ”ওয়ার”। মোট ২৩৫ কোটি কোটি ৬০ লাখ টাকার। তামিল, তেলুগু মিলিয়ে ২৪৫ কোটির ব্যবসা করেছে ফিল্মটি। আন্তর্জাতিক বাজারেও ভালো ব্যবসা করেছে ”ওয়ার”। মোট ৬৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকার।

মানসিক অবসাদের গেরোয় বিপাশার স্বামী করণ!

বাঙালি-কন্যা বিপাশা বসুর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। বলিউডের বাঙালি অভিনেত্রীর সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়ার পর বর্তমানে ”কসৌটি জিন্দগি কি” পার্ট টু-এর শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত বিপাশা বসুর স্বামী করণ সিং গ্রোভার। কিন্তু মানসিক হতাশায় ভুগছিলেন করণ?সম্প্রতি অবসাদ এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে মুখ খুললেন করণ সিং গ্রোভার। তিনি বলেন, বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সবার ভাবনা চিন্তা করা উচিত।

রাইমা সেনের প্রারম্ভিক জীবন

রাইমা সেন অভিনেত্রী মুনমুন সেনের কন্যা এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের নাতনি। তার বোন রিয়া সেনও বলিউডের চলচ্চিত্র শিল্পে জড়িত আছেন।তাদের বাবা ভারত দেববর্মা ত্রিপুরার রাজ পরিবারের একজন সদস্য। তার মাতামহী ইলা দেবী কোচ বিহারের রাজকুমারী ছিলেন, যার ছোট বোন গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারানী ছিলেন।তার পিতামহী ইন্দিরা ছিলেন বড়োদার মহারাজা সায়াজিরো গায়কোয়াড় এর একমাত্র কন্যা।রাইমার মাতামহ আদিনাথ সেন ছিলেন কলকাতার একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী, যার বাবা ছিলেন দীননাথ সেন - যিনি প্রাক্তন আইন মন্ত্রী আশোক কুমার সেনের আত্মীয়, যিনি ত্রিপুরার মহারাজার মন্ত্রী ছিলেন।পর্দায় তাদের দুই বোনের নামই তার মায়ের পারিবারিক নামানুসারে, যদিও কাগজ-কলমে তাদের বংশ নাম দেববর্মা।

বাস্তবের কাহিনি বলল প্রিয়ঙ্কা-ফারহানের ”দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক”

পরিচালক সোনালী বসু বেশ কয়েকবছর আগে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় হারিয়েছিলেন নিজের সন্তানকে। ছেলে ঈশানের তখন মাত্র ১৬ বছর বয়স। বড় ছেলে ঈশানকে হারানোর ৯ বছর পর ”দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক” এ আরও এক বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন পরিচালক। ফারহান আখতার, প্রিয়ঙ্কা চোপড়া , জায়রা ওয়াসিম অভিনীত এই ছবি গল্প বলেছে ”মনের”, ”দাম্পত্যের”,.. আর ”দাম্পত্য” নামক শরীরে যে ”মন ” থাকে তার..।ও অমিতাভের সঙ্গে তাঁর বাবা হরিবংশের এককালে ঝগড়া হয়েছিল চরম! স্টারের জন্মদিনে ফিরে দেখা স্মৃতির পাতাণ্ণ১চিত্রনাট্যএই ঘটনা শুরু আয়শার (জায়রা) কাহিনি দিয়ে। যার কণ্ঠস্বর দিয়েই উঠে আসে তাঁর বাবা মায়ের প্রেম কাহিনি থেকে দাম্পত্য জীবন। মা অদিতিক (প্রিয়ঙ্কা) আর বাবা নীরেনকে আয়শা ”মুজি ” আর” প্যান্ডা ”বলে ডাকে। আর পরিবারে রয়েছে আয়েশার ভাই। হাসি, খুশি এই পরিবারের মধ্যে অদিতি আর নীরেনের প্রাণ ভ্রমরা দুই ছেলে মেয়ে। তবে সেই পরিবারেই সংকটের মেঘ দেখা দেয় মেয়ের সেভার কম্বাইন্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ঘিরে। যে রোগে তাঁদের প্রথম সন্তান তানিয়াও মারা যায়। কঠিন ব্যধি সুখের সংসারে উঁকি মারতেই দাম্পত্য প্রেমেও বড় ধাক্কা লাগে। কোথাও গিয়ে পারস্পরিক ”প্রেম” দায়িত্ববোধের দড়িতে নিজেকে ফাঁস দিতে থাকে। আর এই সুখ-আর সংকটের মধ্যেই দানা বাঁধে ছোট ছোট কিছু অনুভূতি। যে অনুভূতির গল্প বলেছে ”দ্যা স্কাই ইজ পিঙ্ক” ।অভিনয়এই ছবিতে শুধু গল্পই নয়, অভিনয়ও একটি সম্পদ। শুধু ফারহান কিম্বা প্রিয়ঙ্কার স্টারডমই নয়, তাঁদের অভিনয় দক্ষতার ”অউরা” যেন ঠিকরে বেরিয়েছে এই ছবি জুড়ে। আলাদাভাবে বলতে হয় জায়রার কথা। বলিউডে সম্ভবত ”দ্যা স্টাই ইজ পিঙ্ক” ই তাঁর শেষ ছবি।

মঙ্গলবার রাজ্য ফুটপাত হকার সমিতি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

এনআরএল-এর বেসরকারী করণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মস্তক মুণ্ডন করে অবস্থান

নুমলিগড় (অসম) ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল)-এর সর্বাধিক অংশীদারিত্বে পরিচালিত নুমলিগড় তেল শোধনাগার (অনআরএল)-কে বেসরকারি হাতে হস্তান্তরের প্রতিবাদে সমানে চলছে ধরনা-অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি। গত শুক্রবার থেকে এনআরএল-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অন্যান্য সামাজিক ও বেসরকারি সংগঠন লাগাতার প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করছে। গতকাল বাম সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন সিটুও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

আজ মঙ্গলবার ঐক্যসেনা অসম-এর গোলাঘাট জেলা সমিতির দশজন সদস্য মস্তক মুণ্ডন করে এনআরএল-এর সদর প্রবেশদ্বারের সামনে অবস্থান ধরনায় বসেছেন। প্রতিবাদস্থলে সংগঠনের জেলা সমিতির প্রধানসচিব তৌফিক আহমেদ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, কোনও অবস্থাতেই এনআরএলকে ব্যক্তিগত কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে গণতান্ত্রিক উপায়ে যে কোনও পথ নিতে কসুর করবেন না তাঁরা। কেন্দ্রকে এই সিদ্ধান্ত বদল করতে হবে।

অন্যদিকে, সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)ও শোধনাগারের বিপণন টার্মিনালের সামনে ধরনা বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করছে। আসু-র গোলাঘাট জেলা সমিতির ব্যানারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রীয় প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। আসু-র সহকারী সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হুসেন বলেন, ছয় বছরের অসম আন্দোলনের ফলে স্বাক্ষরিত 'অসম চুক্তি'র ভিত্তিতে স্থাপিত এনআরএল কেবল একটি শোধনাগার নয়, এর সঙ্গে অসমিয়াদের আবেগ জড়িত। আজকের প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা গোলাঘাট জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে এক স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন। স্মারকপত্রে তাঁরা অসমিয়া জনসাধারণের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এনআরএলকে বেসরকারি হাতে হস্তান্তর না করার আবেদন জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, নুমলিগড় তেল শোধনাগার ব্যক্তিগত খণ্ডে হস্তান্তরের খবর প্রকাশের পর সর্বানন্দ সনোয়াল বলেছিলেন, এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জনতার স্বার্থ রক্ষার বিষয় মাথায় রাখা হবে। তবে বেসরকারি হাতে হস্তান্তরের খবর সংবাদ মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, এ ব্যাপারে অসম সরকারের কোনও হাতে কোনও খবর নেই বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। তই খবরের সত্যত জানতে গতকাল তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জরুরি চিঠি পাঠিয়েছেন।

বিতর্ক উড়িয়ে বাংলার পর এবার হিন্দিতে মুক্তির পথে "গুমনামী"

কলকাতা,১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.):নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের অন্তর্ধান রহস্যকেই কেন্দ্র করে তৈরী হয়েছে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি "গুমনামী"উ যা নিয়ে নিয়ে বিতর্কের শেষ ছিলনাউতবে,সেসব বিতর্ক উড়িয়ে দিয়েই বাংলায় মুক্তি পায় "গুমনামী"উ শুধু মুক্তিই নয় বলা যেতে বক্স অফিসে বেশ হিট করেছে সৃজিতের 'গুমনামী'উ তবে, এবার সময় বাংলা ছেড়ে হিন্দিতে যাওয়ারউ কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দিতে মুক্তি পেতে চলেছে 'গুমনামী'উ তার আগে আজ মঙ্গলবার হিন্দিতে মুক্তি পেল "গুমনামী"-র নতুন পোস্টারউ বাংলায় সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত "গুমনামী" মুক্তি পায় ২ অক্টোবর উ আর হিন্দিতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত "গুমনামী" মুক্তি পাবে ১৮ অক্টোবর উ ছবির মূল চরিত্রে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়,অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও তনুশ্রী চক্রবর্তীকে।

১৯৪৫ সালের ১৮ অগাস্ট শেষবারের মত প্রকাশ্যে দেখা যায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। একটি বিমানে চড়ছিলেন তিনি। ইতিহাস বলে, ভেঙে পড়েছিল সেই বিমান, অথচ বিমানের ধ্বংসাবশেষ অথবা নেতাজির দেহ উদ্ধার হয় নি কখনও।সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী সেদিনই মৃত্যু ঘটেছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসেরউ তার পর থেকে বহু মানুষ বহুবার দাবি করেছেন, বেঁচে আছেন নেতাজি। কিন্তু কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কেউ দেখাতে পারেন নি। পাশাপাশি, তাঁর মৃত্যুর প্রমাণও পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত। তিনি তাহলে কি বেঁচে ছিলেন ! নাকি বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছিলেন ! সেই সব কাহিনীই "গুমনামী" ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক সৃজিত।

ছবির কাহিনীতে দেখা যায় নেতাজির মৃত্যুরহস্য একজনের ব্যক্তিগত জীবনের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছিল এবং প্রভাব ফেলেছিল তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কে উ সে হলেন 'মিস্টার ধর' উ ছবিতে "মিস্টার ধর"-এর ভূমিকায় দেখা যাবে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে। এবং তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় রয়েছেন তনুশ্রী চক্রবর্তী।

তামিল সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন ক্রিকেটার হরভজন সিং

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর(হি.স) : ভারতীয় ক্রিকেটার ইরফান পাঠানের পর এবার তামিল সিনেমায় অভিনয় করবেন ভারতীয় ক্রিকেটের আর এক স্টার উ মঙ্গলবার এক বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয়, এবার তামিল ছবিতে অভিনয় করবেন হরভজন সিং উ 'টারবনেটর'রের পরবর্তী ফ্লিক 'ডিকিলুনা'-তে জনপ্রিয় অভিনেতা সান্থানামের সাথে অভিনয় করবেন তিনি।এদিন বিবৃতিতে চলচ্চিত্র নির্মাতা জানান, "হরভজন সিং ছবিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন উ" ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছেন কে জেআর স্টুডিওস ও সোলজার ফ্যাক্টরি উ সংগীত পরিচালনা করছেন যুবা শঙ্কর রাজা।

এদিন এবিষয়ে একটি টুইট করেন হরভজন সিং উ তামিল ভাষায় লেখা টুইটটিতে এই ছবির প্রযোজকদের ধন্যবাদ জানান তিনি। সুপারস্টার রজনীকান্ত, শীর্ষস্থানীয় অভিনেতা অজিত কুমার এবং বিজয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তামিলনাড়ু এমন এক ভূমি যেখানে "থালাইভার, থালা এবং থ্যালাপথির" উদয় হয়েছিল।

বিভাজনকামী শক্তিকে নাকচ করেছে জনগণ : প্রধানমন্ত্রী

চরখী দাদরি(হরিয়ানা), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : বিভাজনকামী শক্তিকে নাকচ করে রাষ্ট্রহিতের জন্য ভোট দিয়েছে জনগণ। নতুন ভারতের ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে জনগণ। মঙ্গলবার হরিয়ানার চরখী দাদরিতে বিশাল জনসভায় নিজের ভাষণে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, বিগত পাঁচ বছরে উন্নয়নের যে ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল বিজেপি সরকার তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করেছে জনগণ। নতুন ভারত সুনিশ্চিত করতে গ্রামের গরিবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। গ্রামই দেশের সামাজিক পরিবর্তনের নতুন দিশা দেখিয়েছে। হরিয়ানা সহ গোটা দেশের প্রতিটি গ্রামে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম মুক্ত করা গিয়েছে। বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও প্রকল্পে সব থেকে এগিয়ে হরিয়ানা। তা পুরো দুনিয়া দেখতে পাচ্ছে। হরিয়ানার হকের জল বিগত ৭০ বছর ধরে পাকিস্তানে যেত। এখন সেই জলধারাকে রুখে হরিয়ানার কৃষকদের দেওয়া হবে। হরিয়ানাকে দ্বিতীয়বার সেবা করার সুযোগ বিজেপিকে দেওয়ার জন্য নিশ্চিত করে ফেলেছে রাজ্যবাসী। ডবল ইঞ্জিন সরকার থেকে ফায়দা পেয়েছে হরিয়ানা। পরিবর্তনের নতুন যুগ শুরু হয়েছে।

এদিন হরিয়ানার সঙ্গে নিজের নিবিড় সম্পর্কের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'হরিয়ানার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে বলেই টানে চলে আসি। হরিয়ানার মানুষদের দর্শন করা আমার কাছে সৌভাগ্যের। কৃষক, সেনা জওয়ান, খেলোয়াড়দের সম্মানের জন্য বিজেপি সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পেনশন প্রকল্প থেকে লাভবান হচ্ছে রাজ্যের কৃষকেরা। এক পদ এক পেনশন থেকে লাভবান হচ্ছে সেনা জওয়ানরা।

নদিয়ায় তৃণমূল কর্মচারীকে লক্ষ্য করে গুলি-কাঠগড়ায় বিজেপি

নদিয়া, ১৫ অক্টোবর (হি.স) : নদিয়ায় এক তৃণমূল কর্মচারীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে দুষ্কৃতিরা। গুলি লাগে ওই যুবকের বুকে। গুরুতর অবস্থায় ওই যুবককে কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত যুবক তৃণমূল-কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী বলে জানা গেছে। স্থানীয় বিজেপি কর্মী ওই যুবককে গুলি করে বলে অভিযোগ ওঠে শাসক দলের তরফ থেকে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্তের বাড়িটি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ওই এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখক পুলিশ বাহিনী। জানা গিয়েছে, ২০ বছর বয়সী দিবাকর সোমবার রাতে নদিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হংসখালীর জয়পুর গ্রামে মেলা দেখতে যান। মেলায় গিয়ে ওই এলাকারই এক যুবক সুবীরের সঙ্গে তর্ক লাগে তাঁর। অভিযোগ ওঠে, বিতর্ক চলাকালীন সুবীর দিবাকরকে তাক করে গুলি করে উ একটি গুলি দিবাকরের বুকে আঘাত করে এবং অন্য গুলিটি দিবাকরের হাত স্পর্শ করে বেরিয়ে যায়।

এই ঘটনায় হুলুস্থুলু পড়ে যায় মেলা প্রাঙ্গনে। আহতের এক আত্মীয় গৌতম মুখার্জী বলেন, তাড়াতাড়ি এস, আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৎক্ষণাৎ দিবাকরকে হেরন পল্লী হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানকার চিকিৎসকরা বলেন, দিবাকরের অবস্থা আশঙ্কাজনক উ সেখান থেকে শক্তিনগরের জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। গৌতমবাবুর অভিযোগ, অভিযুক্ত সুবীর তৃণমূলের প্রাক্তন কর্মীও ছিলেন। তিনি দল পরিবর্তন করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিল অঞ্চলটি বিজেপি-র লোকদের দখলে চলে যাক। দিবাকরের কারণে তারা সফল হতে পারেনি। এ কারণেই দিবাকর হত্যার চেষ্টা করে সে।

আমাকে ডেকে অপমান করেছে রাজ্য : রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স): কার্নিভালের দিন তাঁকে ডেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করেছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এক অনুষ্ঠানে এসে এই অভিযোগ করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তিনি বলেন, আমি ওখানে চার ঘন্টার বেশি সময় ছিলাম। কিন্তু আমাকে ব্ল্যাক আউট করে রাখা হয়েছিল। এটা আমায় এবং আমার হৃদয়কে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। আমন্ত্রণ জানানোর পরেও কী ভাবে আমার মত পদে থাকা একজনকে এভাবে ব্ল্যাক আউট করে রাখা যায়?

রাজ্যপাল আরও বলেন, তিনি রাজ্যের সাধারণ মানুষকে জানাতে চান তাঁর সঙ্গে সেদিন ঠিক কী ব্যবহার করা হয়েছিল। সেদিন তিনি প্রায় 'কেঁদে ফেলেছিলেন' বলে জানান জগদীপ ধনকর। তিনি রাজ্যের প্রথম নাগরিক। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। তা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার। কেন ? সেই প্রশ্নই তুলছেন রাজ্যপাল।

গত ১১ অক্টোবর রেড রোডে কার্নিভালের আয়োজন করেছিল রাজ্য সরকার। তাতে দেখা যায়, মূল মঞ্চে বসে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে সরকারি আমলা থেকে শুরু করে সিরিয়ালের অভিনেতা অভিনেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রাজ্যপালের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে একটি পৃথক মঞ্চে। সেখানে বিদেশি অতিথিরাও ছিলেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন রাজ্যপাল। মঙ্গলবার বলেন, রাজ্যের প্রথম নাগরিককে যে ভাবে আলাদা করে রাখা হয়েছিল তা দুঃখজনক শুধু নয়, লজ্জাজনকও বটে। তাঁর কথায়, 'রাজ্যপালকে এমন জায়গায় বসতে দেওয়া হয়েছিল যে কার্নিভালের অনুষ্ঠানই তিনি দেখতে পাননি। সামনে কুড়ি বাইশ জন লোক ব্লক করে বসেছিলেন। আমাকে অনেক বার আসন বদলাতে হয় ভাল করে অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য।' এ কথা বলেই, রাজ্যপাল প্রশ্ন করেন, 'এটা কী সৌজন্য ? রাজ্যপালের পদ হল সাংবিধানিক পদ। পদেরই মাহাত্ম্য, ব্যক্তি সেখানে বড় নয়। তাঁর সঙ্গে কি এমন আচরণ করা যায়?'

রাজ্যপাল বলেন, ৪ ঘন্টা বসে থাকলেও, তাঁকে কোথাও দেখানো হয়নি। তাঁর নামোল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। তাঁর 'স্পষ্ট কথা, গোটা সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেটা কোথাও তুলে ধরা হয়নি। আর এটা ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিনি যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছেন। শুধু এটাই নয়।

ছয়ের পাতায়

চড়াইদেওয়ের সফ্রাই নদীতে নিখোঁজ এক বালকের লাশ উদ্ধার, সন্ধান নেই অপরজনের

চড়াইদেও (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : চড়াইদেওয়ের সফ্রাই নদীতে নিখোঁজ এক বালকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার তার পচন ধরা লাশ মাইবেলা সেতুর নীচে ভাসতে দেখে উদ্ধার করেছেন স্থানীয় মানুষ। উদ্ধারকৃত লাশটি আশারাম ভূমিজের ছেলে রাজা ভূমিজ (১১)-এর বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে এখনও সন্ধান নেই জগন্নাথ পানতাঁতির ছেলে সাগর পানতাঁতি (১১)-র।

প্রসঙ্গত, শনিবার বিকেলের দিকে মথুরাপুর বাগান এলপি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সাগর ও রাজা তাদের অন্য দুই সহপাঠীর সঙ্গে সংলগ্ন বড়বিল এলাকায় সফ্রাই নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে তিনজন নদীতে নামে স্নান করতে। একজন নদীর পাড়ে ছিল। কিন্তু পাহাড়ি নদীর প্রবল স্রোতের কবলে পড়েও এক ছেলে সাঁতরে পারে চলে আসে। কিন্তু রাজা ও সাগর সাঁতার জানত না, তাই জলের স্রোতে তলিয়ে যায়। ইতাবসরে খবর পেয়ে এসডিআরএফ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশের দল। গত তিনদিন ধরে এসডিআরএফ বাহিনী তালাশি চালিয়েও নিখোঁজ দুই বালককে উদ্ধার করতে পারেনি। তবে আজও যথারীতি সাগর পানতাঁতিকে উদ্ধার করতে অভিযান চালিয়েছে এসডিআরএফ।

ঢেকিয়াজুলিতে ট্রাকের ধাক্কায় হত ব্যক্তি

ঢেকিয়াজুলি (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : যান দুর্ঘটনার অবসান কিছুতেই হচ্ছে না। ফের এক দুর্ঘটনায় বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছেন জনৈক ব্যক্তি। এবার শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলিতে সংঘটিত হয়েছে মর্মান্তিক এক যান দুর্ঘটনা।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সোমবার রাতে দুরন্ত এক ট্রাকের ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে অকালে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। নিহতকে জনৈক শিবচরণ ওরাং বলে শনাক্ত করা হয়েছে। দুর্ঘটনাটি গত রাতে কেহেরুখন্দা এলাকায় ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হৈছে। ঘটনার পর স্থানীয় উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন। ফলে রাস্তার দু দিকে বহু যানবাহন আটকে থাকে। কিছুক্ষণ পর ছুটে আসে পুলিশের দল। তাঁদের প্রচেষ্টায় রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ সড়কটি অবরোধমুক্ত হয়।

এদিকে নিহত শিবচরণ ওরাঙের মৃতদেহ প্রথমে ঢেকিয়াজুলি থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে প্রশাসনিক ম্যাজিস্টেটের নির্দেশে লাশটি ময়না তদন্তের জন্য মঙ্গলবার সকালে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিজেপিকে জয়যুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জনগণ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : বিজেপিকে বিপুল ভোট জয়যুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জনগণ। মঙ্গলবার হরিয়ানার চরখী দাদরিতে বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জনগণ। এই দীপাবলী দেশের কন্যা সন্তানদের জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী এদিন সভামঞ্চে উঠতেই উপস্থিত জনতা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে। বিজেপি প্রার্থী ববিতা ফোগাটের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন তিনি। পরে ভারত মায়ের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে নিজের ভাষণ শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি হরিয়ানভি ভাষায় সমবেত জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনারা নিজেদের সমস্ত কাজ ছেড়ে এখানে এসেছেন। আমাকে ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ। এখানে ভোট চাইতে আসি না। আন্তরিক টানেই এখানে আসি।'

উল্লেখ করা যেতে পারে দাদরি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন মহিলা কুস্তীগির ববিতা ফোগাট। প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ পাওয়ার পর ববিতা ফোগাট জানিয়েছেন, "প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ পেয়ে আমি নিশ্চিত এখানকার জনগণ আমায় নিরাশ করবে না।"

অতীতের তিন সাহিত্যিক-ডাককর্মীকে শ্রদ্ধায় স্মরণ ডাক কর্তৃপক্ষের

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : "আমি উদ্বাস্তু নই, পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা। বাঁকুড়ায় আমাদের সাত পুরুষের ভিটে ছিল। কিন্তু আমার বাবা চাকরি করতেন 'পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফস'-এ। মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপি গ্রামের পোস্ট মাস্টার ছিলেন।" লিখেছিলেন শক্তিপদ রাজগুরু। বাবার মতই ছিলেন ডাককর্মী। এ রকম অতীতের তিন সাহিত্যিক ডাককর্মীকে মঙ্গলবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধায় স্মরণ করলেন ডাক কর্তৃপক্ষ। প্রকাশ করা হয় বিশেষ ডাক কভার।

এদিন এক অনুষ্ঠানে এই তিন সাহিত্যিক সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল গৌতম ভট্টাচার্য এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

শক্তিপদবাবুর জন্ম ১৯২২ সালে বাঁকুড়ার গোপেবন্দী এলাকায়। মুর্শিদাবাদের স্কুলের পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। সিঁথিতে তার বাড়ির সামনের রাস্তার নাম রাখা হয়েছে শক্তিপদ রাজগুরু সরণি। ছোটো থেকেই অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘ কবিতাগুলিও মুখস্থ আবৃত্তি করতেন তিনি। পড়াশুনোর পাশাপাশি তিনি বেড়াতে ভালোবাসতেন। ছোটোনাগপুরের জঙ্গল, দণ্ডকারণ্যের বনানী তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করতো। অবসর পেলেই ভ্রমণে যেতেন এই জায়গাগুলোতে। উদ্বাস্তুদের নিয়ে লিখে শক্তিপদবাবুর জীবনে যশ আসে। কিন্তু তিনি উদ্বাস্তু ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, "আমার বারো বছর বয়স অবধি সেখানে কেটেছে। তখন আমি ভাবতাম যে ওই জায়গাটা আমার জায়গা। কিন্তু বারো বছর পর বাবা যখন ট্রান্সফার হয়ে গেলেন তখন আমি আবিষ্কার করলাম যে এই মাটির আমি কেউ নই। সরকারের এক কলমের খোঁচায় আমার পায়ের তলা থেকে মাটিটা সরে গেল। বন্ধুবান্ধব, বারো বছরের ইতিহাস, স্মৃতি সব কিছু ছেড়ে আমি উদ্বাস্তু হয়ে পথে নামলাম।" 'অমানুষ' থেকে 'মেঘে ঢাকা তারা' অনেক কাজের নেপথ্যে রয়েছে তাঁর কীর্তি। তামিল, মালয়ালাম প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর কাজ। বেশ কিছুদিন তিনি কাজ করেছেন কলকাতার জিপিও-তে।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০ — ১ নভেম্বর, ১৮৭৩) উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। বাংলার আধুনিক নাট্যধারার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসাময়িক হলেও তিনি মাইকেল প্রবর্তিত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাট্যরচনার পথে না গিয়ে বাস্তবধর্মী সামাজিক নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। এই ধারায় তিনিই হয়ে ওঠেন পরবর্তীকালের নাট্যকারদের আদর্শস্থানীয়। ১৮৫৫ সালে ১৫০টাকা বেতনে পটনায় পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন। ক্রমে তাঁর পদোন্নতি হয়। ওড়িশা, নদিয়া ও ঢাকা বিভাগে এবং পরে কলকাতায় সুপারিনটেন্ডেন্ট পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন। লুসাই যুদ্ধের সময় ডাকবিভাগের কাজে তিনি কাছাড়ে প্রেরিত হন। এই সময় তাঁর তত্তরকি কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দেন। ডাকবিভাগের উচ্চস্তরের কর্মচারী হয়েও উপযুক্ত বেতন তিনি পাননি।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (মার্চ ২২, ১৯১৮ - জুলাই ৮, ২০০১) ছিলেন ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং নাট্যকার। দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর সাহিত্যকর্ম ব্যাপ্ত ছিল। তাঁর সাহিত্য সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তার "রাজনগর" উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা হল "দি গড অন মাউন্ট সিনাই" নামের একটি নাটক। এটি 'মন্দিরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০ এর দশকে। ১৯৪৫-এ তিনি প্রথম গল্প রচনা করেন যার নাম ছিল "প্রমীলার বিয়ে"। তার প্রথম উপন্যাস "গড় শ্রীখণ্ড"। এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে। পরে উপন্যাসটি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বই আকারে প্রকাশিত হয়। ভারতের স্বাধীনতার আগে পরের সময়কালে পদ্মাপারের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল এই উপন্যাসটি। সমাজের উঁচু এবং নিচু কোনও শ্রেণি বাদ পড়েনি এই উপন্যাসটি থেকে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "নয়নতারা"। এটি ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে রচিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে এটি "নীলভুঁইয়া" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। "চতুরঙ্গ" পত্রিকাতে প্রকাশের সময় এটির নাম ছিল নয়নতারা। "নীলভুঁইয়া" নামে ট্রিলজি লেখার পরিকল্পনায় প্রথম উপন্যাসটি ছিল "নয়নতারা" কিন্তু পরে ট্রিলজি লেখার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়।

সভা করাকে কেন্দ্র করে গলসীতে বিজেপিকর্মীর ওপর হামলার

দুর্গাপুর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): এলাকার সাংসদের সভা করার উদ্যোগ নেওয়ায় বিজেপিকর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। আক্রান্ত মন্টু চৌধুরী নামে ওই বিজেপিকর্মী আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকের লোয়াপুর গ্রামে।

এদিন আক্রান্ত বিজেপিকর্মী মন্টু চৌধুরী জানান, "আগামী ২২ অক্টোবর এলাকায় সাংসদ আলুওয়ালিয়ার সভা করার উদ্যোগ নিয়েছি। তারই প্রস্তুতি চলছিল জোরকদমে। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ লোয়াপুর গ্রামের মোড়ে মোটরবাইক রেখে চা দোকান ঢোকার সময় ৪ জন তৃণমূলের ছেলে লাঠি নিয়ে হামলা চালায়। এলোপাথাড়ী মারধর শুরু করে। লাঠির আঘাতে মাথা ফেটে যায়। তারপর আর জ্ঞান ছিল না।"

অন্যদিকে এই খবর পেয়ে এলাকার বিজেপিকর্মী ছুটে আসে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। স্থানীয় বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান, "লোকসভা ফলাফলের পর থেকে বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে। এভাবে কর্মীদের মারধর করে ভয় দেখিয়ে পদযাত্রা বানচাল করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তবে পদযাত্রা ও বাকি নির্ধারিত কর্মসূচি হবে। আমরা পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি।" যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার গুরু নানকের জন্মদিনে বৃক্ষরোপন করেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া। ছবি- নিজস্ব।

আজ সন্ধ্যায় যুবভারতীতে মুখোমুখি বাংলাদেশ-ভারত

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি.স): আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুবভারতীর মাঠে নামবে ভারতীয় ফুটবল দল। সল্টলেক যুবভারতী স্টেডিয়ামে ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে জেতার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবেন সুনীল ছেত্রীরা। ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তুলে নিতে চাইছে ভারত। আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ম্যাচ শুরু।
ভারতের এই ম্যাচ ঘিরে প্রায় গোটা কলকাতা জুড়ে শুরু হয়েছে তুমুল উত্তেজনা। এর আগে সুনীলরা দর্শকদের কাছে আবেদন করেছিলেন ভারতের খেলা থাকলেই মাঠে এসে দেখতে। কলকাতায় সুনীলরা এসে পৌঁছোনোর আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে ম্যাচের সমস্ত টিকিট।
ম্যাচের টিকিটের জন্য শুরু হয় হাহাকারও, স্টেডিয়ামে রয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। না ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ডার্বির ম্যাচ নয়, ভারতীয় দলের খেলা। মঙ্গলবারও স্টেডিয়ামের কাউন্টারের সামনে পড়েছে লম্বা লাইন। টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছেন ভক্তরা। ভারতের ম্যাচকে ঘিরে শহরের ফুটবল প্রেমীদের এই উন্মাদনা প্রশংসনীয়।
এর আগের ম্যাচে ওমানের কাছে ২-১ গোলে হেরে যায় সুনীল ছেত্রীরারা। ১ গোল করেন সুনীল। কাতারের সঙ্গে ড্রয়ে শেষ হয় ম্যাচ। ফিফার যোগ্যতা অর্জন পর্বে এখনও জয়ের স্বাদ পায়নি ভারতীয় ফুটবল দল। যদিও কাতারের বিরুদ্ধে খেলেননি অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি। সেই সুনীলকে ফিরে পেতেই ভারতীয় দল যেন আরও দ্বিগুণ বেশি শক্তি পেয়ে গেল। ১১২ ম্যাচে ৭২ গোল রয়েছে সুনীলের কেরিয়ারে। যুবভারতীতে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিতে তৈরি তিনি। আট বছর আগে এই যুবভারতীতেই ভারতের হয়ে খেলার সময় জোড়া গোল করেছিল সুনীল। যদিও ভারতীয় দল শুধুমাত্র তার উপরই নির্ভরশীল এমনটা মানতে নারাজ তিনি।
মঙ্গলবার বলেন তিনি, 'এখনকার ভারতীয় দল সুনীল ছেত্রী নির্ভর নয়। দলের ২৩ জন ফুটবলারের মধ্যে একজন। তবে আমি ভাগ্যবান যে, দলের অন্যদের চেয়ে একটু বেশি অভিজ্ঞ ও অধিনায়ক। আমার গোল করার চেয়ে দলের জেতাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি হ্যাটট্রিক করলাম কিন্তু ভারত বাংলাদেশের কাছে ৪-৩ গোলে হারল। কোনও লাভ নেই। বরং দল ২-০ গোলে জিতল, সুনীল ছেত্রী তিনটে সিটার মিস করল। কোনও ক্ষতি হবে না। গোল একটা সংখ্যা মাত্র। আমি সতীর্থদের মতো ম্যাচটা জিততে চাই। তিন পয়েন্ট পেতে চাই। কোনও ম্যাচ হেরে ফিরতে তাই না'।
অন্যদিকে লড়াইয়ে সামিল হতে তৈরি বাংলাদেশও। দলের ব্রিটিশ কোচ জেমি ডে বলেছেন, 'ঘরের মাঠে ভারত আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামবে। তাই আমাদের রক্ষণ পোক্ত রাখতে হবে। শুরুতে গোল খাওয়া চলবে না। আর সুযোগ এলে তা কাজে লাগাতেই হবে। জানি গোটা স্টেডিয়াম ভারতের জন্য গলা ফাটাবে। সেই শব্দব্রহ্ম থামাতে গেলে আমাদের ভাল খেলতে হবে। আমরা কতটা উন্নতি করেছি, তা দেখানোর জন্য এর চেয়ে বড় মঞ্চ পাব না'।

এবার গণিত হাতের মুঠোয় বিদ্যার

কলকাতা,১৫ অক্টোবর (হি.স.): শকুন্তলা দেবী অত্যন্ত পরিচিত ঊ শকুন্তলা দেবীকে চেনেনা এরকম মানুষ বেশ খুঁজে পাওয়া দায়ঊকারন শকুন্তলা দেবী মানব কম্পিউটার নাম পরিচিত ঊ তিনি মাত্র ৫ বছর বয়সেই ১৮ বছরের ছাত্রদের অঙ্কের সমাধান করতেনঊ এবার সেই শকুন্তলা দেবীকে নিয়ে গল্প বাঁধলেন পরিচালক অনু মেনন ঊ আর সেখানেই মানব কম্পিউটারের রুপে দেখা যাবে বিদ্যা বালানকে ঊ মঙ্গলবার মুক্তি পেল 'শকুন্তলা দেবী'-র টিজার ঊ
ছবির টিজারে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যা তাঁর আঙুলে নাচাচ্ছেন ম্যাথমেটিক অপারেশনগুলোকে। দেখে মনে হবে গণিত তাঁর হাতের মুঠোয়।
শকুন্তলা দেবী একজন লেখিকা এবং তাঁকে ক্যালুলেটর মানুষও বলা হয়ে থাকে। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডন থেকে ভারতে ফিরে বিয়ে করেন আইপিএস অফিসার পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যদিও ১৯৭৯ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাদের।১৯৮২ সালে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডসে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়। জ্যোতিষবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন শকুন্তলা দেবী। আর এই নিয়েই এগোবে ছবির গল্প ঊ ছবিতে বিদ্যা বালানের স্বামীর ভূমিকায় দেখা যাবে যিশু সেনগুপ্তকে ঊ তাছাড়াও এই ছবিতে দেখা যাবে অভিনেত্রী নয়নিকা মোহান্তিকে । ছবিতে বিদ্যার মেয়ের চরিত্রে দেখা যাবে সান্যা মালহোত্রকে। আপাতত লন্ডনে চলছে ছবির শুটিং।

জরুরী পরিষেবা

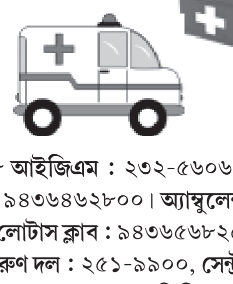

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি সন্ত্রাস দমনে বড় পদক্ষেপ : অমিত শাহ

গুরুগ্রাম, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরকে সুরক্ষিত করতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্য ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি করে বড় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এনএসজির ৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এমনই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এখন নির্ণায়ক পরিস্থিতিতে পৌঁছিয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
এদিন মানেসরে ন্যাশনাল সিকিওরিটি গার্ড (এনএসজি) ৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অমিত শাহ জানিয়েছেন, দেশে শান্তি এবং বিকাশের জন্য সুরক্ষা একান্ত জরুরি। সন্ত্রাসবাদে সমাজের জন্য অভিশাপ। দেশের উন্নয়নে সব থেকে বড় অন্তরায় হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। দীর্ঘ সময় ধরে সন্ত্রাসবাদের জন্য ভুগছে দেশ তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে।
৩৭০ ধারা বিলুপ্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে অমিত শাহ জানিয়েছেন, এখন পরম্পরাগত যুদ্ধ আর হয় না। প্রতিবেশীর (পাকিস্তান) প্ররোচনায় সন্ত্রাসবাদের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশ। সন্ত্রাসবাদ থেকে সমূলে নির্মূল করার জন্য কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করে চিরকালীন শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। দীর্ঘ সময়ের পরে দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াই লড়তে চলেছে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এনএসজি। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য এনএসজির পঞ্চম রিজিওনাল হাব গুজরাটে গড়ে তোলা হয়েছে। ২০১৪ সালের তুলনায় এখন প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক উন্নতি করেছে এনএসজি। এতে করে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের চমক ভরা ধনতেরাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। প্রতি বছরের মতো এবছরও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে চমক ভড়া ধনতেরাস। ২১ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই ধনতেরাস। এবছর শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ১৩ তম বছর হচ্ছে ধনতেরাসের। ধনতেরাস উপলক্ষে গহনা ক্রয়ে নিশ্চিত উপহার থাকছে। তাছাড়া থাকছে গহনার মজুরীর উপর ছাড়ও। মঙ্গলবার চলচ্চিত্র অভিনেত্রী অর্পিতা চ্যাটার্জী এবং সুচন্দ্রা ভ্যানিয়া এদিন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের বেশ কিছু গহনা প্রদর্শনী করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর রূপক সাহা।

দেবীপুরের গোশালায় গরু চুরির মিথ্যা রহস্য উদ্‌ঘাটান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। গোশালায় গরু চুরির রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম বনিকের নেতৃত্বে মধুপুর থানার পুলিশ। বেশ কয়েকমাস যাবৎ কমলাসাগর বিধানসভা এবং মধুপুর থানার অধীন দেবীপুরস্থিত এনজিও ধ্যান ফাউন্ডেশন এর পরিচালনাধীন গোশালায় গরু চুরির বেশ কয়েকটি ঘটনার মামলা নথিভুক্ত হয় মধুপুর থানায়। পুলিশ বেশ কয়েকমাস যাবৎ এই চুরিকান্ডে যুক্ত কোন বিষয়ের সমাধান করতে না পেরে অবশেষে মঙ্গলবার বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম বনিক এবং মধুপুর থানার ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম হানা দেয় দেবীপুরের ধ্যান ফাউন্ডেশনের গোশালায়। সেখানে গিয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় উঠে আসে পুলিশের তল্লাসীতে। কয়েকমাস যাবৎ এই গোশালা থেকে গরু চুরির অভিযোগ থানায় জানানো হয়েছিল। তদন্তে বেরিয়ে আসে গোশালা পরিচালনায় গাফিলতি এবং আনুসঙ্গিক ত্রুটির কারণে গরুগুলির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। আর এই বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতেই ধ্যান ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে গরু চুরির গল্প বানানো হয়। গরুগুলিকে গোশালার মধ্যেই মাটি খুড়ে কবর দেওয়া হয়েছে।

ব্যবস্থার নির্দেশ

আটের পাতার পর
নেওয়ার নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নগরপাল।
সোমবার রাতে কলকাতা পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি অভিযোগ পোস্ট হয়। সোহিনী সমাদ্দার নামে এক মহিলা অভিযোগ জানান, বন্দর এলাকায় বাস দাঁড় করিয়ে কালীপুজোর চাঁদা তোলা হচ্ছে। চাঁদা না দেওয়ায় বাস আটকে রাখা হয় বলেও অভিযোগ করেন ওই মহিলা। পাশাপাশি চাঁদা নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ ইমেল মারফতও লালবাজারে এসেছে বলেও জানা গিয়েছে। এর পরই নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুলিশ।
সূত্রের খবর, থানার পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশকেও এই বিষয়ে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন নগরপাল।

ওপর হামলার

পাচের পাতার পর
তৃণমূল কংগ্রেসের গলসী-১ নং ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন ঊ তিনি জানান, "এই অভিযোগ ভীত্তিহীন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক কোন যোগ নেই। তৃণমূলের কেউ জড়িত নেই। ব্যাক্তিগত শত্রুতা থেকেই নিজেদের দ্বন্দ্ব।" ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি গান্ধীজীর জন্মজয়ন্তী পালনে লোকসভা ভিত্তিক পদযাত্রা কর্মসুচী নিয়েছে বিজেপি। ওই পদযাত্রা থেকে বিধানসভা ভিত্তিক জনসভা করবে এলাকার সাংসদ। তারই কর্মসুচীতে আগামী ২২ অক্টোবর গলসী-১ নং ব্লকে বিভিন্ন এলাকায় সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার জনসভা কর্মসুচী নিয়েছে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব। সেই নিয়েই শুরু হয় দ্বন্দ্ব।

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর

পাচের পাতার পর
রাজ্যপাল বলেছেন, কার্নিভাল অনুষ্ঠানে তাঁর জন্য আলাদা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। এই সবকিছুতেই তিনি ব্যথিত বলে জানিয়েছেন জগদীপ ধনকর।
তিনি বলেন, আমি শপথ নেওয়ার দিনেই মুখ্যমন্ত্রী আমাকে কার্নিভালের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পরে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের পর বেশ কয়েকবার তাঁর তরফে আমাকে এই অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়েও দেওয়া হয়েছে। অথচ অনুষ্ঠানের দিন পনেরো-কুড়ি সেকেন্ডের জন্য উনি আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন। ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়েও নমঃ নমঃ করে বিদায় দেন।
এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে নিগ্রহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের সূত্রপাত। সেদিন পড়ুয়াদের ঘেরাওয়ের হাত থেকে বাবুল সুপ্রিয়কে উদ্ধার করতে নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। যার তীব্র সমালোচনা করে রাজ্য সরকার। সমলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রীও

শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

তিনের পাতার পর
মাধ্যমে এই দুই সন্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিন সাঁইবাবার উদ্দেশ্যে টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'শিরডির শ্রী সাঁইবাবার মহাপ্রয়াণ দিবসে জানাই প্রণাম। ' সাঁইবাবা ছিলেন একজন ভারতীয় ধর্মগুরু, যোগী ও ফকির। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তরাই তাকে সন্ত আখ্যা দিয়েছিলেন। সাঁইবাবার শিক্ষার উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্ম থেকেই। এদিন গুরুরাম দাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'শ্রী গুরুরাম দাস জির প্রকাশ উৎসবের দিনে জানাই প্রণাম।' গুরুরাম দাস ছিলেন শিখধর্মের দশ শিখ গুরুর চতুর্থ গুরু। ৩০ আগস্ট ১৫৭৪ সালে তিনি শিখ গুরুর পদ পান।

মহিলা ও শিশুদের রক্তাল্পতার হার কমানোর জন্য মিশন মুডে কাজ করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। মহিলা ও শিশুদের রক্তাল্পতার হার আরও কমানোর জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরকে মিশন মুডে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্য সরকার আগামী ৩ বছরের মধ্যে মহিলা ও শিশুর রক্তাল্পতার হার কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তারজন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিতে দপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ সচিবালয়ের ১ নং কনফারেন্স হলে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই নির্দেশ দিয়েছেন। সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের শিশু ও মহিলাদের রক্তাল্পতার বিষয়টি তদারকি করার জন্য প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকদের নির্দেশ দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের মধ্যে যে রাজ্যে মহিলা ও শিশুর রক্তাল্পতার হার কম সেই রাজ্য কি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে তা পর্যবেক্ষণ করে আমাদের রাজ্যেও সেই পলিসি নিয়ে কাজ করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।
সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা গুনচা সানোবর বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৯ হাজার ৯১১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। তাতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৪১৯ জন শিশু এবং ৬৩ হাজার ৪১৫ জন গর্ভবতী মায়ের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে শিশু ও মহিলারা ৬টি পরিষেবা পেয়ে থাকেন। সেগুলি হলো প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, সম্পরক পুষ্টিকর খাদ্য, টিকাকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং হাসপাতালে রেফার করা। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দপ্তরের আই সি ডি এস সুপারভাইজার ও সি ডি পি ও-দের নিয়মিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে হবে। এজন্য তাদের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়ার জন্য দপ্তরের সচিব চৈতন্যমূর্তিকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যে সকল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র মেরামতির প্রয়োজন তা প'ায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে করার উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যেসব গ্রোথ মনিটরিং ডিভাইস দেওয়া হয়েছে সেগুলি থেকে সঠিকভাবে তথ্য আসছে কিনা সে বিষয়েও দ'ষ্টি দেওয়ার জন্য দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।
সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা জানান, রাজ্যে বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা, গোমতী, ধলাই এবং ঊনকোটি এই ৪টি জেলায় জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। বাকি ৪টি জেলায় জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ৪টি জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে এখন পর্যন্ত ৮৪ হাজার ৭৬ জন দিব্যাঙ্গজনকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মোট ২৫৬৮ জনকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
তিনি জানান, সুগম্য ভারত অভিযান প্রকল্পে দিব্যাঙ্গজনদের চলাফেরার সুবিধার্থে ১৪টি সরকারি বিল্ডিং-এর সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রয়োজনীয় অর্থম'রীও পাওয়া গেছে।
সভায় অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৭৩ জন সুবিধাভোগী বিভিন্ন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। এরমধ্যে ৩টি জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৭৪ জন এবং ৩০টি রাজ্য প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ১৯৯ জন সুবিধাভোগী। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুবিধাভোগীরা যাতে সময় মতো ভাতার টাকা পান সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। সভায় এছাড়াও জাতীয় পুষ্টি মিশন, শিশু সুরক্ষা পরিষেবা, মহিলা সশক্তিকরণ প্রকল্প ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা গুনচা সানোবর।
সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর শিশু ও মায়েদের শিক্ষা, পুষ্টি স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব সহ কাজ করছে। সে সব বিষয়ে দপ্তর যে সফলতা পেয়েছে তা প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি দপ্তরের যে সকল প্রকল্প রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে দপ্তরকে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মহিলাকে শ্লীলতাহানি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর ।। গত ৮ অক্টোবর শ্রীরামপুর এলাকায় দুই সন্তানের জননীর সাথে শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আজ সিপিআইএম চন্ডিপুর অঞ্চল কমিটি এবং চন্ডিপুর নারী সমিতির যৌথ উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল ও ডেপুটেশন প্রদান করা হয় কৈলাসহর মহিলা থানায়।
চন্ডিপুর পার্টির দলীয় কার্যালয় থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল শহরের রাস্তা অতিক্রম করে কৈলাসহর মহিলা থানায় এসে জড়ো হয় পরবর্তী সময়ে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কৈলাসহর মহিলা থানার ওসির ডেপুটেশন প্রদান করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিআইএম মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুনিতা দেবনাথ সিপিআইএম নেতা অরুণ প্রসেনজিৎ গুণ জীবন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।
ডেপুটেশন প্রদান শেষে নারীনেত্রী সুনিতা দেবনাথ বলেন, রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় একের পর এক নারী নির্যাতন ও মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ করছে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সবাই। তাই রাজ্যের পুলিশ প্রসাসন নারীগঠিত অপরাধের ক্ষেত্রে যেন সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন সে দাবি জানিয়েছেন পাশাপাশি নির্যাতিতা মহিলার পরিবারের পাশে সবসময় থাকবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, গত ৮ অক্টোবর শ্রীরামপুর এলাকায় দুই সন্তানের জননীর সাথে শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে। ৮ অক্টোবর নির্যাতিতার পক্ষে থানায় মামলা করা হলেও মামলা গ্রহণ করেনি কৈলাসহর মহিলা থানা। পরবর্তী সময়ে ৪৮ ঘণ্টা পর মামলা নথিভুক্ত হয়। মামলা নথিভুক্ত হওয়ার পরে অভিযুক্ত রঞ্জিত দাস গা-ঢাকা দেয়। এই ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের মহিলা কমিশন। গত ১৪ তারিখ রাজ্যের মহিলা কমিশনার বর্ণালী গোস্বামী নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে বিস্তারিত জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন পাশাপাশি অভিযুক্তের জাতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন নির্যাতিতার পরিবারকে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**
পুনরায় বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলে পড়াশুনার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তায় পাবে। তখন, তারা কুপথে যাওয়ার চেষ্টা করবে না, দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, খুব শীঘ্রই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ

আটের পাতার পর
পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে বলে মঙ্গলবার খবরে প্রকাশ হয়েছে ঊ
বিবৃতিতে বলা হয়, গত সপ্তাহে উত্তরাঞ্চলে শুরু হওয়া তুরস্কের অভিযানে এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৭৫ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এদের মধ্যে ৭০ হাজারেরও বেশি শিশু। এদিকে আরেক বিবৃতিতে কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্স (এসডিএফ) জানায়, সোমবার তুর্কি বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে নতুন করে তাদের ২৩ যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। গত সপ্তাহ থেকে এখন পর্যন্ত এ অভিযানে মোট কতোজন নিহত হয়েছেন সে ব্যাপারে বিবৃতিতে কিছু জানানো হয়নি।

এডিসির

● **প্রথম পাতার পর**
২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত আইপিএফটি পরিচালিত এডিসি প্রশাসনে ২৯৬ জন ককবরক শিক্ষক নিয়োগের পর ২০০৫ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এডিসিতে মোট ১,১৮৬ জন কর্মচারী বিভিন্ন দফতরে নিয়োগ করা হয়েছে। সদস্য কুমুদ দেববর্মার লিখিত প্রশ্নের জবাবে পরিষদের উপনেতা তথা মৎস্য দফতরের নির্বাহী সদস্য শান্তনু জমাতিয়া অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে এই তথ্য জানান। অতিরিক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে মৎস্য দফতরের নির্বাহী সদস্যের কাছে জানতে চেয়েছেন কোন দফতরের কতজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। জবাবে উপনেতা তথা মৎস্য দফতরের নির্বাহী সদস্য জমাতিয়া জানান, বিষয়টি মুখ্য নির্বাহী সদস্য দেখেন। পরবর্তী সময়ে মুখ্য নির্বাহী সদস্যের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।
এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে সদস্যা মায়ারানি দেববর্মার লিখিত প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দফতরের নির্বাহী সদস্য জয়বাহাদুর জমাতিয়া জানান, ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে বাজেট বরাদ্দ ১ লক্ষ ২২ হাজার ৯২৬ টাকা। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত ৫১ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। বাকি অর্থ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

ভারতীয়

● **প্রথম পাতার পর**
এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ। প্রাক্তন চিফ পিচ কিউরেটর দলজিৎ সিংহের কাছ থেকে আমি সমর্থন ও আশীর্বাদ পেয়েছি।"
তিনি বলেন, "গত ২২ বছর ধরে দলজিৎ সিংহের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর পদে নির্বাচিত হয়ে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে।" তিনি আরও বলেন, আমি আশা করি আমাদের খেলোয়াড়রা এই বিষয়টি অনুভব করতে পারবে যে, আপনি যদি আরও ভাল কিছু করতে পারেন তবে আপনি কোথা থেকে এসেছেন তাতে কিছু আসে যায় না।
প্রসঙ্গত, আশিস ভৌমিক ত্রিপুরার বাসিন্দা এবং ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পিচ কিউরেটর হিসাবে কাজ করেছিলেন। এর আগে তিনি বিসিসিআই পূর্ব জোনের পিচ কিউরেটর ছিলেন। আশিস ভৌমিক ত্রিপুরার হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটও খেলেছেন। তিনি ত্রিপুরা ক্রিকেটের একজন ফাস্ট বোলার হিসেবে সুপরিচিত। ১৯৯৭ সাল থেকে তিনি পিচ কিউরেটর হিসাবে কাজ করছেন।
তিনি বিসিসিআইয়ের জন্য পিচ কিউরেটর ম্যানুয়াল তৈরি করেছিলেন এবং বিসিসিআই এ-ক্ষেত্রে নবাগতদের জন্য এই ম্যানুয়ালটি অনুসরণ করে চলেছে। সম্প্রতি পুনেতে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলেছে। পুনের পিচ আশিস ভৌমিক তৈরি করেছিলেন।

নাগরিকত্ব

● **প্রথম পাতার পর**
আগামী ২৪ অক্টোবর প্রাথমিকভাবে গণ-অবস্থান দিয়ে ওই বিরোধিতায় নামছে আইএনপিটি।
এদিকে, ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ে রাজ্যে বলিপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ধর্মীয় ভাবাবেগে কখনওই আঘাত করা উচিত নয়। তাঁর দাবি, শত শত বছর ধরে ত্রিপুরার মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, চৌদ্দ দেবতা মন্দির, দুর্গাবাড়ি এবং কসবা কালীবাড়িতে বলিপ্রথা চলে আসছে। মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে এভাবে আঘাত করা কোনওভাবেই উচিত হয়নি।
তাঁর সাফ কথা, আমরা কোনও ধর্মের বিশ্বাসের উপর আঘাত কারি না। তেমনি, আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর কোনও আঘাত হোক তা-ও বরদাস্ত করব না। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরা হাইকোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাঁরা চ্যালেঞ্জ জানাবে আইএনপিটি তাতে সমর্থন করবে।

করিমগঞ্জ

● **প্রথম পাতার পর**
ভবানীপুর গ্রামের বর্মন পদবীর যুবতীকে 'অপহরণ' উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর এলাকার রৌয়াবস্তি ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জ্যেষ্ঠমণি ত্রিপুরার ২২ বছরের ছেলে সঞ্জিত ত্রিপুরা। পরে ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ভরাতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৪, ৩৪২, ৩৬৬, ৩৪ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে অপহৃতা যুবতীকে উদ্ধারে অভিযান চালিয়ে সোমবার রাতে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ।
রাতাবাড়ি থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, যুবতীর অপহরণকারী সঞ্জিত ত্রিপুরাকে ধরতে ত্রিপুরা পুলিশ জাল বিছিয়েছে। এদিকে অপহরণের ঘটনা প্রেমঘটিত কি না তা যাচাই করা হচ্ছে। মেয়েটি অবশ্য এ ব্যাপারে এখনও মুখ খুলেনি বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানান।

সম্পন্ন

● **প্রথম পাতার পর**
সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। অপরদিকে চোরাইবাড়ি থেকেও এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গান্ধী সংকল্পযাত্রার সূচনা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।
বিজেপি-র প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য আরও জানান, ইতিমধ্যেই বুথভিত্তিক সাংগঠনিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছে। বুথ লেভেল কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে। এখন মণ্ডল কমিটি গঠন প্রক্রিয়া চলেছে। এদিনের বৈঠকে এ-সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

চালকদের

● **প্রথম পাতার পর**
আলী বলেন, এখানে কোন রাজনীতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, শ্রমিকরা যাতে সমস্যায় না পরে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে দপ্তর সেজন্যই ডেপুটেশন প্রদান করা। পাশাপাশি দপ্তরের আশ্বাস মত সাত দিনের মধ্যে যদি সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেবেন কৈলাসহর অট্রো শ্রমিক ঐক্য।

জেল হাজতে

● **প্রথম পাতার পর**
পুলিশের কাছে দোষির গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।
গতকাল রাতে কুমারঘাট থানার ওসি প্রদ্যোত দত্ত'র নেতৃত্বে পুলিশ পানিসাগর থেকে মূল অভিযুক্ত বুদজমান হালামকে গ্রেপ্তার করেছে। পাশাপাশি হ্যাপির মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে মোহরছড়া হলিক্রস স্কুলের প্রিন্সিপাল সহ আরও তিন জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে নিগমের অফিসে ধর্ণা এসইউসিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর ।। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে এসইউসিআই রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের বিদ্যুৎ নিগমের বনমালীপুরস্থিত কার্যালয়ে এক ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। এসইউসিআই-র রাজ্য কমিটির সম্পাদক অরুণ ভৌমিক জানান, পুজোর ছুটিতে জনগণকে বোকা বানিয়ে এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ডোমিস্টিক ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ এবং নন ডোমিস্টিকের ক্ষেত্রে ৭.৫ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করেছে সরকার। তিনি বলেন, সরকারি দপ্তরগুলি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তাদের বিল পরিশোধ না করতে এবং পরিবহণ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিলের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে এই বর্ধিত মাশুল সাধারণ জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জনবিরোধী বিদ্যুৎ মাশুল অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান অরুণ ভৌমিক।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটাররাই মূল শক্তি, কলকাতায় ফিরে বললেন সৌরভ

বিসিসিআই-র সভাপতি হতে চলা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মুম্বই থেকে কলকাতা ফিরলেন। দমদম বিমানবন্দরে তাঁকে ঘিরে উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। অগনিত ভক্তদের ভিড় ঠেলে বেরোনোর মুহূর্তে সংবাদমাধ্যমের সামনে কী বললেন বাংলার মহারাজ, তা জেনে নিন।প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটাররাই ভারতীয় ক্রিকেটের মুখ বলে জানালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিসিসিআই-র সভাপতি হয়ে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটারদের আর্থিক ও মানসিক মানোন্নয়ন ঘটানোই তাঁর প্রধান কাজ হবে বলে জানিয়েছেন মহারাজ।ভাবি বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের কথায়, টিম ইন্ডিয়া এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা দল। তাই ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দাবিদার বলেও দাবি করেছেন মহারাজ। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার ললাট লিখন থেকে বড় টুর্নামেন্টের নক-আউট স্টেজে হেরে যাওয়ার (২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হার) অভ্যাস দূর করতে হবে বলে জানিয়েছেন সৌরভ। দায়িত্ব নিয়ে দলের সঙ্গে বসবেন বলে জানিয়েছেন মহারাজ।বিসিসিআই-র সভাপতির দায়িত্ব সামলানো যথেষ্ট গর্বের এবং তিনি সেই দায়িত্ব পেয়ে খুশি বলেই জানিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীয় ক্রিকেটকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে বলেও জানিয়েছেন মহারাজ। বলেছেন, ভারতীয় ক্রিকেট দলের মতো বিসিসিআই-তেও তরতাজা শিবির হাতে পেয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের পুত্র জয় শাহ ও তিনি ছাড়া বাকিদের ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে অভিজ্ঞতা বেশি দিনের নয় বলেই দাবি ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়কের। সেই দলের সঙ্গে কাজ করতে তিনি মুখিয়ে আছেন বলেই মন্তব্য সৌরভের।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে নামতেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘিরে ধরেন তাঁর অগনিত ভক্ত। বিমানবন্দরে তাঁকে একপ্রস্ত সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মহারাজকে সংবর্ধনা জানাতে তাঁর ছবি ও ফুল-মালা-আলোতে সেজে উঠেছে ইডেন গার্ডেন্স।

চারের সংখ্যা বিচার করে জয়ী নির্বাচন! বিতর্কিত নিয়ম বাতিল করল আইসিসি

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ম্যাচ টাই হওয়ার পর সুপার ওভারেও মীমাংসা না হলে যে দল সেই ম্যাচে বেশি সংখ্যক বাউন্ডারি মেরেছে তাদের জয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। আইসিসির এই হাস্যকর নিয়ম এবার বাতিল হয়ে গেল। বাউন্ডারির হিসাব আর থাকছে না। এবার থেকে কোনও দলের জয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত চলবে সুপার ওভার। জানিয়ে দিল বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি।২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনাল কার্যত চোখ খুলে দিয়েছে অনেকেরই। ১৪ জুলাই বিশ্বকাপ ফাইনালে লর্ডসে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ নির্ধারিত ১০০ ওভার শেষে ছিল টাই। ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। সেখানেও টাই হয়। দু"বার টাই হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। সঙ্গে বিশ্বকাপও। কারণ, আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচ টাই হওয়ার পর সুপার ওভারেও মীমাংসা না হলে যে দল সেই ম্যাচে বেশি সংখ্যক বাউন্ডারি মেরেছে তাদের জয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। ২০০৯ সালে এই বাউন্ডারি নিয়ম চালু করা হয়। আইসিসির এই অদ্ভুত নিয়ম নিয়ে এরপর সরব হন অনেকেই। তারপর এই নিয়ম নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করে আইসিসিও।সোমবার দুবাইয়ে আইসিসির বৈঠক শেষে সুপার ওভার নিয়ে আইসিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "সুপার ওভারে বেশি রান করা দলই জিতবে। ক্রিকেট কমিটি ও চিফ এক্সিকিউটিভ কমিটি এই বিষয়ে সম্মত হয়েছে, যে কোনও একটি দলের জয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত চলবে এই সুপার ওভার। বাউন্ডারির হিসাব আর থাকবে না।" সুপার ওভার এখন থেকে টি২০ ও ৫০ ওভারের সব ম্যাচের জন্যই প্রযোজ্য হবে। আগে শুধুমাত্র নক আউট পর্বের ম্যাচে ফল নির্ধারণের জন্য হতো সুপার ওভারের লড়াই।

1st CLAIMANT NOTICE

Whereas (one) no. vehicle Registration no. TR-04-1-0611, have been seized »s forest officials for carrying Gamai swan timber of illegal orgin. Without permission of the authority, which apparently procured illegally and whereas, under Sub-Secrion,5201) of IFA(Tri 2 Armed) 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle(s) for its use in commission of Forest Office us 1 & 2 of IFA 1972 and rules make by the Govt. of Tripura. Now therefore, it is hereby brought to the notice of the legal owners of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the authorized Oficers (DFO Khowai within 30(thirty) days from the date of issue of the notice along with copies of all relevant documents, regarding lawful ownership of the said seized Yehicle. If the owners or his/her/their authorized representative failed to do so the decision regarding confiscation of the vehicle along with scized forest produces shall be takenei-purte.

Issued under my seal & signature this day on .....

ICA/D-1101/2019-20

Authorized Officer
District Forest Officer
Khowai District, Teliamura

No. F.12/0/5/VEHMKN/2019 DATED-27/09/2019.
NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are invited from the bonafied local registered vehicle owners for hiring of one (01) Maruti Eeco on rental basis for a period of 01 (one) year for official use in the college of veterinary science & A. H, R. K. Nagar, West Tripura. The vehicle should be registered with the licensing authority of Transport Department, Government of Tripura, having commercial license as per Government Rules. Tenders will be received on or before 31st October, 2019 up to 4:00PM and will be opened on the next working day at 12:30 PM, if possible.

Sl No.	Name of the item	Maximum Ceiling per year	Earnest Money	Last date of receiving tenders
1.	Hiring of 1(One) Maruti Eceo	Rs. 2,89,800/	Rs. 3,000/	31/10/ 2019

All details of may be collected from the office of the undersigned during office hours and also visit website **www.ardd.tripura.nic.in**.

ICA/C-1323/19

Principal
College of Vety. Science & A.H.
R.K. Nagar, Tripura (W)

আইসিসি টি-২০ আর ওয়ানডে বিশ্বকাপের এই নিয়ম পরিবর্তনের দিল প্রস্তাব আইসিসি, বিরোধ বিসিসিআইয়ের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল একের পর এক নতুন নতুন পরিবর্তনের মুডে রয়েছে। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করার পর আইসিসি বিশ্ব ক্রিকেটের সদস্য দেশগুলির সামনে নতুন প্রস্তাব রেখেছে যা নিয়ে এখন সমস্ত দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে টানাটানি শুরু হয়ে গিয়েছে।আইসিসির নতুন প্রস্তাব, প্রত্যেক ৩ বছরে হোক ওয়ানডে বিশ্বকাপ আর প্রত্যেক বছর হোক টি-২০ বিশ্বকাপআইসিসি সম্প্রতিই ফিউচার্স ট্যুর প্রোগ্রামকে পারিত করার উপর জোর দিয়েছেন যার মধ্যে আইসিসি চেয়ারম্যান শশাঙ্ক মনোহর আর বিসিসিআইয়ের কার্যকরী মনু সাহনীও শামিল রয়েছেন। আইসিসিতে শামিল এই দুজন ভারতীয় তারকা আইসিসির অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে মিলে বৈঠকে এই প্রস্তাব রেখেছেন যে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপকে প্রত্যেক চার বছরের জায়গায় তিন বছরে আর টি-২০ বিশ্বকাপকে প্রত্যেক বছর আয়োজন করা হোক।বিসিসিআই, আইসিসির প্রস্তাবের পক্ষে নেই, করছে বিরোধকিন্তু আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রামের অধীনে জারি করা এই প্রস্তাব মানার মুডে নেই বিসিসিআই। আইসিসির যে কোনো ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম জারি করার জন্য ভারত, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড আর ওয়েস্টইন্ডিজের মত বড়ো দেশের সমর্থন জরুরী। আইসিসির এই প্রস্তাবের পর বিসিসিআইয়ের সূত্রর তরফে বলা হচ্ছে যে বিসিসিআই আইসিসির সঙ্গে সদস্যদের অংশগ্রহণ সমঝোতায় স্বাক্ষর করবে না। বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি অনুরাগ ঠাকুর আর এন শ্রীনিবাসনও শশাঙ্ক মনোহরের কার্যশৈলীতে খুশি নন।বিসিসিআই আগেও দিয়েছে আইসিসিকে সমর্থন, এখন হবে না তেমনটাযদিও বিসিসিআই ২৩ অক্টোবর সৌরভ গাঙ্গুলীর রূপে নতুন প্রেসিডেন্ট পেতে চলেছে কিন্তু সূত্রের কথা মানা হলে আইসিসির এই প্রস্তাবের ফেবারে বিসিসিআই সম্ভবতই কখনো এগিয়ে আসবে। বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন যে,'২০১৭য় ভারত, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে আইসিসির সঙেগ নিজের সদস্য অংশগ্রহণের সমঝোতাকে শেষ করার কাছে এসেছিল। এর আগে কি সিওএ হস্তক্ষেপ করুক। আইসিসির প্রেসিডেন্টকে এটা ভুললে চলবে না যে ভারতের হিতে এবার এমন কোনো বাধা থাকবে না। আইসিসিকেও উপেক্ষা করা যাবে না যে তারা এই এফটিপির সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে'।রাহুল জোহরীও আইসিসির প্রস্তাবের বিরুদ্ধেএর সঙ্গেই আইসিসির সূত্র জানিয়েছে যে'স্বাভাবিক য শশাঙ্কের বলায় উপর সেখান থেকে নামা হয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে বিসিসিআইয়ের কোনো প্রতিভাগী হবে না। কিন্তু এখন ওখানে ওদের এফটিপির বিরুদ্ধে মত দেওয়া থেকে বাঁচতে হবে। আইসিসির কাছে শ্রীলঙ্কার মত সদস্যের পর্যাপ্ত ভোট রয়েছে'।বিসিসিআইয়ের সিইও রাহুল জোহরীও আইসিসির এই প্রস্তাবে বিরোধ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'বর্তমানে বিসিসিআইয়ের নির্বাচন চলছে আর এটা কেবল নতুন বোর্ডের সদস্যদের জন্য জেনেশুনে আর এর উপর নিজেদের ইনপুট প্রদান করার জন্য বিবেকপূর্ণ হবে। কোনো সিদ্ধান্তই শেষ হওয়ার আগে একটা বিষয়'।

ভারত সফরের আগে ওয়েস্টইন্ডিজ এই দিগগজকে করল নিজেদের প্রধান কোচ

ওয়েস্টইন্ডিজের প্রাক্তন খেলোয়াড় ফিল সিমন্সকে আরো একবার প্রধান কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। বোর্ড আগামী চার বছরের কার্যকালের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। আপনাদের জানিয়ে দিই যে ওয়েস্টইন্ডিজ ক্রিকেট দলের গত কিছু সময় ধরে প্রদর্শন ভীষণই নিরাশজনক থেকেছে। আগে বিশ্বকাপে দল সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করতে পারেনি, তারপর ভারতের সঙ্গে খেলা হওয়া টি-২০, ওয়ানডে আর টেস্ট সিরিজে লজ্জাজনকভাবে হেরে গিয়েছে।ফিল সিমন্সকে করেছে প্রধান কোচফিল সিমন্স শর্টলিস্টেড হওয়া ডেসমন্ড হেনস আর ফ্লায়েড রিফরকে পেছনে ফেলে এই পদ হাসিল করেছেন। ২০১৬য় ওয়েস্টইন্ডিজের দলকে টি-২০ বিশ্বকাপ জেতানো সিমন্সকে ৬ মাস পর সেপ্টেম্বরে ওয়েস্টইন্ডিজ দলের কোচের পদ ঘেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওয়েস্টইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড অ্যাপ্রোচে সাংস্কৃতিক আর রণনৈতিক ব্যবধানের কারণে এই পদক্ষেপ নিয়েছিল। এখন সিমন্সের নিযুক্তিতে ক্রিকেট ওয়েস্টইন্ডিজের প্রেসিডেন্ট রিকি স্কেরিট বলেছেন,'সিমন্সকে ফের নিযুক্ত করে আমরা না স্রেফ পুরনো ভুলকে ঠিক করেছি বরং আমার বিশ্বাস যে আমরা এবার সঠিক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছি। আমি ফ্লায়র রিফরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যিনি অন্তরিম কোচ হিসেবে যথেষ্ট মেহনত করেছেন'।ইন্টারভিউ প্যানেলে শামি জিমি অ্যাডামস বলেছেন, 'আমি খুশি যে কড়া প্রক্রিয়ার পর সিমন্সকে চিফ কোচের পদের বাছা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ওনার মার্গদর্শনে দল উন্নতি করবে। ওনার অনুভব দলের জন্য বরদান প্রমানিত প্রমানিত হবে'।আফগানিস্তানকে বিশ্বকাপ পর্যন্ত পৌঁছোনো কোচ সিমন্স২০১৬য় বিতর্কিতভাবে ওয়েস্টইন্ডীজ দলের কোচের পদ থেকে সরানোর পর ফিল সিমন্স আফগানিস্তানের কোচ হন। সিমন্সের কোচিংয়ে আফগানিস্তান দলকে ২০১৯ বিশ্বকাপের জন্য প্রথমবার কোয়ালিফাই করিয়েছিলেন। সেই সঙ্গেই সিমন্সের কোচিংয়ে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লীগের ফাইনাল ম্যাচে বারবাডোস ট্রায়ডেন্টস খেতাবি জয় লাভ করে। তিনি এর আগে অ্যায়ারল্যান্ড দলের কোচ থেকেছেন।

বিরাট কোহলিকেই বিশ্বের সেরা অধিনায়ক বাছলেন রাউলপিণ্ডি এক্সপ্রেস

বিরাট কোহলিকেই বিশ্বের সেরা ক্রিকেট অধিনায়ক বাছলেন পাকিস্তানের পেস লেজেন্ড শোয়েব আখতার। বিরাটের নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া বিশ্বের সেরা দল হবে বলেও বিশ্বাস করেন রাউলপিণ্ডি এক্সপ্রেস। নিজের ইউ টিউব চ্যানেলে ভারত অধিনায়ক সম্পর্কে আক কী কী বললেন শোয়েব, তা এক নজরে দেখে নিন।শোয়েব আখতারের মতে, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তা শুধরে নেওয়ার ক্ষমতা আছে বিরাট কোহলির। ২০১৯ বিশ্বকাপে ভারত যে যে ভুল করেছিল, বিরাটের দক্ষ অধিনায়কত্বে সেগুলি এখন আর চোখে পড়ে না বলেই জানিয়েছেন পাক লেজেন্ড। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে ব্যাটিং অর্ডার ঠিক করতে সমস্যায় পড়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। বিরাট কোহলি সেই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন বলেও মনে করেন শোয়েব আখতার।নিজের ইউ টিউব চ্যানেলে শোয়েব আখতার বলেছেন যে বিরাট কোহলির ভয়হীন অধিনায়কত্ব তাঁর ভীষণ পছন্দের। ঘরের মাঠে ভারত যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পর্যুদস্ত করেছে, তাতে বিরাট কোহলির হার না মানা মানসিকতার জন্য সম্ভব হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন রাউলপিণ্ডি এক্সপ্রেস। পুনে টেস্টে ২৫৪ রান করার পর বিরাট কোহলির অধিনায়োকচিত শরীরি ভাষা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন শোয়েব।ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়েছেন শোয়েব আখতার। ঘরের মাঠে টানা ১১টি টেস্ট সিরিজ জয়ের জন্য টিম ইন্ডিয়াকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন পাক লেজেন্ড। বিরাট কোহলির নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া বিশ্বের সেরা দল হবে বলেও বিশ্বাস করেন রাউলপিণ্ডি এক্সপ্রেস।এই মুহূর্তে বিরাট কোহলির কাছাকাছি আর কোনও অধিনায়ক থাকেন, তিনি নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন বলে জানিয়েছেন শোয়েব আখতার। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা ফাফ ডু প্লেসিসের অধিনায়কত্ব মাঝারি মানের বলে দাবি করেছেন পাক লেজেন্ড।

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 08/EE(AGRWS/2019-20

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engi neer (South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of Tripura, Udaipur, Gomati invite separate Percentage Rate e-Tenders (both Technical and Financial bid) from the eligible bidders Up to 29/10/2019 at 10:00 AM for the following works:

Sl No.	Name of work & e-D.N.I.T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Pre-bid Conference	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction of 5(Five) Nos. Farmers Knowledge Center under South Tripura District/ S.H: Providing Electrical. Installation. (09/EE/AGRI/S /2019-20)	Rs. 9,62,945.	Rs. 9,629.	In the Office Camber of the Executive Engineer (South), Department of Agriculture & farmers Welfare, U daipur, Gomati on 21/10/2019 at 11:00 AM	Upto 10.00 AM of 29/10/2019	On 29/10/2019 At 1.00 PM (If Possible)	Appropriate Class
2.	Construction of 5(Five) Nos. Farmers Knowledge Center under Gomati District/ S.H: Providing Electrical. Installation. (10/EE/AGRI/S /2019-20)	Rs. 9,62,945.	Rs. 9,629.				

Bidders are requested to contact with office of the undersigned/ go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-1318/19

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare,
Udaipur, Gomati

মিসাইল ম্যান এপিজে আব্দুল কালামের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালো ক্রিকেট মহল

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও ভারতের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী ছিলেন এপিজে আব্দুল কালাম। এবছর ৮৮ তম জন্মবার্ষিকী ভারতীয় এই তারকার। আর তাঁর জন্মদিনে তাঁকে এবার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালো প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার থেকে শুরু করে বর্তমানেরা। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে মঙ্গলবার টুইট করে শ্রদ্ধা জানান বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, ভিভিএস লক্ষ্মণ সহ মহম্মদ কাইফরা। একই সঙ্গে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শিখর ধাওয়ানও।মঙ্গলবার এপিজে আব্দুল কালামকে জন্মদিন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বীরেন্দ্র শেহওয়াগ লেখেন, "ডক্তর কালামকে অনেক শ্রদ্ধা জানাছি। অন্যতম সেরা ভারতবাসি তিনি। কালাম সাহেবকে সেলাম।"একই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণ লেখেন, "ডক্তর কালাম সাহেবের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাছি। তাঁর কথা থেকে শুরু করে ধ্যান জ্ঞান অন্য ধরনের ছিল। ওনাকে অনেক সম্মান জানাছি।"মহম্মদ কাইফ লেখেন, "ডক্তর কালাম স্যারকে শ্রদ্ধা জানাছি। দেশের মিসাইল ম্যান তিনি। তাঁর কোনও তুলনা হয় না।"প্রাক্তনদের পাশাপাশি বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য শিখর ধাওয়ানও শ্রদ্ধা জানান ভারতের মিসাইল ম্যানকে। দেশের জন্য তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য এই মানুষটির কাছে সব সময় কৃতজ্ঞ ভারতবাসি। আর সেই কারণে ক্রিকেট মহল থেকে শুরু করে সবাই তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ডক্তর এপিজে আব্দুল কালামকে।

NIT NO: e-PT-04/EURD/MNU/D/2019-20, dt. 10-10-2019.

The Executive Engineer, RD Manu Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **03:00 PM 29/10/2019** for 9 (nine) nos const. works. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sl No	Name of the work	Estimated cost put to bid	Earnest Money	Tender Fee	Period of Completion	Last date & time of submission of bid	Website for online bidding	Last date & time of submission of EMD, e-tender processing fee	Time & date of opening of bid if possible
1	CONSTRUCTION OF 08 (EIGHT) NOS. WASH BASIN AND ATTACHED TOILET FOR DIFFERENT AWC CENTRE OF SK PARA VC,MANU VC, EAST MANU VC, WEST JHAMIRCHERRAVC, CHICHINGCHERRA VC & JHAMIRCHERRA VC OF MANU R.D BLOCK UNDER R. D MANU DIVISION, DHALAI. **Location:-** 1) Taraban cherra, 2) Mora cherra, 3) Shanti Palli, 4) AOC Chanman No.1, 5) Bichitra Das para, 6) Astaram para, 7) Chichingcherra & 8) Bijoygiri Dewan para. **DNIT No: e-DT-14/EE/RD/MNU/DLI/ AWC/2019-2020, dt.09- 10-2019.**	Rs. 2,81,632.00	Rs. 2,820.	Rs.1000/	60 Days	29/10/2019 upto 3.00 PM	http://tripuratgenders.gov.in	From 16/10/2019, 04:00 PM to 31/10/2019 upto 3.00 PM	31/10/2019 at 3.00 Noon (If possible)
2	CONSTRUCTION OF 06 (SIX) NOS. WASH BASIN AND ATTACHED TOILET FOR DIFFERENT AWC CENTRE OF MAINAMA VC, GAINAMA VC & EAST MASLI OF MANU R.D BLOCK UNDER R. D MANU DIVISION, DHALAI. **Location:-** 1) Surendra Tripura para, 2) Madhab Master para, 3) Kaila Chakma para, 4) Kali Kr Chakma, 5) 90 Kani & 6) Shibbari **DNIT No: e-DT-15/EE/RD/MNU/DLI/ AWC/2019-2020, dt.09-10-2019.**	Rs. 2,11,202.00	Rs. 2,120.	Rs.1000/	60 Days				
3	CONSTRUCTION OF 06 (SIX) NOS. WASH BASIN AND ATTACHED TOILET FOR DIFFERENT AWC CENTRE OF EAST KATHALCHERRA, NORTH DHUMACHERRA, DEMCHERRA VC, WEST KATHALCHERRA VC OF MANU R.D BLOCK UNDER R. D MANU DIVISION, DHALAI.**Location:- 1)** kathalcherra new Darlong Basti, 2) Kukil Mani No.2, 3) Demcherra Forest Colony, 4) Brikharam para, 5) Goyaram Chow para, 6) Longtharai Cherra. **DNIT No: e-DT-16/EE/RD/MNU/DLI/ AWC/2019-2020, dt.09- 10-2019.**	Rs. 2,11,202.00	Rs. 2,120.	Rs.1000/	60 Days				
4	CONSTRUCTION OF 07 (SEVEN) NOS. WASH BASIN AND ATTACHED TOILET FOR DIFFERENT AWC CENTRE OF MAKARCHERRA VC, NORTH LONGTHARAI VC, WEST CHAWMANU VC & NATINMANU OF CHAWMANU R.D BLOCK UNDER R. D MANU DIVISION, DHALAI. **Location:-** 1) Halampa KP, 2) Dhanyaram KP, 3) Chaya Kr RP, 4) Bazar Colony para, 5) Bio mass 6) Nija Ch para, 7) Rananjoy RP. **DNIT No: e-DT-17/EE/RD/MNU/ DLUAWC/2019-2020, dt.09- 10-2019.**	Rs. 2,46,424.00	Rs. 2,470/	Rs.1000/	60 Days				
5	CONSTRUCTION OF 06 (SIX) NOS. WASH BASIN AND ATTACHED TOILET FOR DIFFERENT AWC CENTRE OF LALCHERRA VC, CHAILENGTA VC OF MANU R.D BLOCK UNDER R. D MANU DIVISION, DHALAI. Location:- 1) Purnalal KB para, 2) Birendra DB para, 3Bidyajoy Reang Para, 4(ST Colony, 5) SC Colony, 6) Agriculture Colony, **DNIT No: e-DT-18/EE/RD/MNU/DLI/ AWC/2019-2020, dt.09- 10-2019.**	Rs. 2,11,202.00	Rs. 2,120.	Rs.1000/	60 Days				
6	CONSTRUCTION OF 04 (FOUR) NoS. WASH BASIN AND ATTACHEDTOILET FOR DIFFERENT AWC CENTRE OF SOUTH DHUMACHERRA VC,MANU RD BLOCK UNDER R. **D** MANU DIVISION, DHALAI. Location:- 1)Madan RP 2) Mahadeb Para 3) Jaganath Mandir para 4) Baighyadhan RP. **DNIT No: e-DT-19/EE/RD/MNU/DLI/ AWC/2019-2020, dt.09- 10-2019.**	Rs. 1,40,704.00	Rs. 1,410.	Rs.1000/	60 Days				
7	CONSTRUCTION OF 03 (Three) NoS. WASH BASIN AND ATTACHED TOILET FOR DIFFERENT AWC CENTRE OF East Cha'vmanu VC, CHAWMANU RD BLOCK UNDER R. D MANU DIVISION, DHALAI. Location:- 1) Devendra KP 2) Kamini KP 3) Satyaban KP. **DNIT No: e-DT-20/EE/RD/MNU/DLI/ AWC/2019-2020, dt.09-10-2019.**	Rs. 1,05,660.00	Rs. 1,060	Rs.1000/	60 Days				
8	CONSTRUCTION OF 04 (FOUR) NoS. WASH BASIN AND ATTACHEDTOILET FOR DIFFERENT AWC CENTRE OF Durgacherra VC, CHAWMANURD BLOCK UNDER R. D MANU DIVISION, DHALAI. Location:-1)Hazacherra 2) Bakcherra 3) Gejacherra 4) Bhabna Mandir. **DNIT No: e-DT-21/EE/RD/MNU/DLI/ AWC/2019-2020, dt.09-10-2019.**	Rs. 1,40,704.00	Rs. 1,410.	Rs.1000/	60 Days				
9	CONSTRUCTION OF 04 (FOUR) NoS. WASH BASIN AND ATTACHEDTOILET FOR DIFFERENT AWC CENTRE OF Manikpur VC, CHAWMANURD BLOCK UNDER R. D MANU DIVISION, DHALAI. Location:- 1) Lalitdhan RP 2) Natun REgrouping 3) Manikpur Bazar 4) Purnada RP. **DNIT No: e-DT-22/EE/RD/MNU/DLI/ AWC/2019-2020, d t.09-10-2019.**	Rs. 1,40,704.00	Rs. 1,410.	Rs.1000/	60 Days				

Please note it can be seen and period of downloading of bidding documents from 16-10-2019 at 4.00 PM to 29-102019 at 3.00 PM on website https://tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of Governor or Tripura.

ICA/C-1329/19

Er. Binoy Kr.Jamatia)
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai.

CMYK

দেশের আর্থিক স্থিতি তছনছ করেছে ইংরেজরা আর কে সিনহা

বক্তিয়ারপুর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)র বরিষ্ঠ নেতা এবং রাজ্যসভা সদস্য রবীন্দ্র কিশোর সিনহার দ্বিতীয় দফার বাপু সঙ্কল্প যাত্রা মঙ্গলবার পাটনা জেলার বক্তিয়ারপুরে পৌঁছাল ঊ এদিন সেখানে রাজ্যসভা সদস্য রবীন্দ্র কিশোর সিনহাকে জমকালো অভ্যর্থনা জানান জেলার সর্বস্তরের বিজেপি নেতারা ঊ তাঁরা তাঁকে ফুল-মালা পরিয়ে স্বাগত জানান 'বাপুর রামরাজ এবং মোদীর সুরজ' সঙ্কল্প যাত্রা দ্বিতীয় দফায় মঙ্গলবার বিহারের রাজগির, মুঙ্গের, জমুই, শেখরপুরা এবং নওয়াদা জেলা হয়ে আজ যখন বক্তিয়ারপুরে পৌঁছায় তখন তাঁকে জমকালো অভ্যর্থনা জানান জেলার সর্বস্তরের বিজেপি নেতারা ঊ সেখানে তাঁকে একঝলক দেখার জন্য উদগ্রীব ছিলেন নেতারা।

এদিন বক্তিয়ারপুরে একটি জনসভাও করেন আর কে সিনহা ঊ ওই জনসভায় তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, কর্মহীনতা, সেনাকে হীনবল করা, চাষবাসের হাল খারাপ করা হয় ঊ যা ছিল একটি পরিকল্পনা মাফিক ষড়যন্ত্র ঊ আর ইংরেজদের এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছিলেন গান্ধীজি।

তিনি বলেন, গান্ধী এটা বুঝে গিয়েছিলেন যে, ইংরেজদের শিক্ষা কেবল ডিগ্রী দেবে ঊ এই শিক্ষার দ্বারা দেশের ছেলে-মেয়েরা কোনও কাজের উপযুক্ত হবে নাঊ যার ফল দেশের উন্নতি থমকে যাবে ঊ তিনি আরও বলেন, দেশের চাষের জমি নষ্ট করেছে ইংরেজরা ঊ আর্থিক স্থিতিকে তছনছ করতেই এটা করা হয়েছে।

রাজ্যসভার সাংসদ বলেন, গান্ধীজি এটা বুঝেছিলেন বলেই তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর ইচ্ছাপত্রে, ভারতবর্ষে বুনিয়াদি শিক্ষা, স্বাবলম্বন, নারীর শিক্ষা ও সুরক্ষা, কন্যা সন্তানকে বাঁচান ও তাদের লেখাপড়া সেখান, পরিচ্ছন্নতা, বাড়ি বাড়ি শৌচাগার, খাদি, চরকা ইত্যাদির কথা লিখেছেন। বাপু এই ইচ্ছাপত্র লেখার পরই খুন হন ঊ গান্ধীজির এই চিন্তাধারা ১৯৪৮ সালে একটি খবরের কাগজের হরিজন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বলে এদিন উল্লেখ করেন আর কে সিনহা।

তিনি বলেন, বাপুর এই বিচার, সিদ্ধান্ত ও স্বপ্ন গান্ধীজির আনুগামীরা পূরণ করেনি ঊ বরং এর উল্টো কাজটাই করেছেন ঊ তাঁর নাম নিয়ে নিজেদের রাজনীতিক ভবিষ্যত উজ্জ্বল করেছেন ঊ ক্ষমতায় টিকে থাকতে তাঁর নামকে ব্যবহার করেছেন ঊ কিন্তু নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গান্ধীজির স্বপ্নকে সাকার করছেন ঊ তিনি বলেন, আর মোদী গান্ধীর স্বপ্ন পূরণ করার যে কাজ করে চলেছেন তা আমি এই যাত্রার মাধ্যমে বিহারের গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিচ্ছি ঊ আমার এই সঙ্কল্প যাত্রার মাধ্যমে বিহারের প্রতিটি গ্রাম ও শহরকে জুড়ছি।

এদিনের জনসভায় বিহারে বিজেপির সংগঠনমন্ত্রী নগেন্দ্র জি, স্থানীয় বিধায়ক রণবিজয় সিংহ ওরফে লাল্লু মুখিয়া সহ বিজেপি রাজ্য ও জেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন ঊ এদিন সেখানে একটি সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুমতি ছাড়া একাধিক গাছ কাটার অভিযোগ উঠল বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

বোলপুর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : অনুমতি ছাড়া একাধিক গাছ কাটার অভিযোগ উঠল বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। স্কুলের ভিতরে প্রায় ৬ টি বহু পুরনো বড় গাছ কেটে ফেলা হয়। গাছ কাটার জন্য কোন লিখিত অনুমতি সংশ্লিষ্ট বন দফতরের কাছে নেওয়া হয়নি।

বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় সাধু বলেন, 'গাছ কাটার জন্য আমরা মৌখিক অনুমতি নিয়েছি।'

বন দফতরের নিয়ম অনুযায়ী শহরাঞ্চলে একটি ও গ্রামাঞ্চলে ৩ গাছ এক সাথে কাটার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও এলাকায় সেই গাছটির প্রয়োজনীয়তাও বিবেচনা করা হয়। কিন্তু, দেখা গেল বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে ৬ টি বহু পুরনো বড় গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। গাছের গুঁড়ি গুলি স্কুল চত্বরেই মজুত করা হয়েছে। সেগুন, মানাঞ্জুরি প্রভৃতি গাছ লাগানো ছিল স্কুলের পিছনে। সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের কাছ থেকে কোন রকম লিখিত অনুমতি না নিয়েই গাছ গুলিকে সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হয়। বেআইনি ভাবে গাছ কাটা ঘিরে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

একদিকে, যখন গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে সচেতন করে সরকারি তরফে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে বিজ্ঞাপণে।

অন্যদিকে, একটি সরকারি স্কুল বিনা অনুমতিতে গাছ কেটে ফেলায় নিন্দার ঝড় এলাকায়।

বীরভূম জেলা অতিরিক্ত বন আধিকারিক (ঙ্গচঞ্জ) বিজন কুমার নাথ বলেন, 'পুজোর ছুটিতে অফিস বন্ধ ছিল। আমাদের কাছে কাছ কাটার জন্য কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি।'

মঙ্গলবার চমক ভরা ধনতেরা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শ্যামসুন্দর এর কর্ণধার রূপক সাহা অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

পুলিশি তদন্তে অখুশি জিয়াগঞ্জে নিহত শিক্ষকের শ্বশুর বাড়ির পরিবার

রামপুরহাট, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : জিয়াগঞ্জ শিক্ষক নিহতের ঘটনায় মুর্শিদাবাদ পুলিশ সুপারের সর্বশেষ তদন্তের পর সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসার পর, মুখ খুললেন নিহত শিক্ষকের শ্বশুর তথা বিউটির বাবা সুখেন মণ্ডল ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য। এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, পুলিশ আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছে। থ্রিলার সিনেমাকেও হার মানাচ্ছে এই তদন্ত। অনেক অসঙ্গতি আছে এই তদন্তে। আমরা এই তদন্তে মোটেই খুশি নই। সিবিআই তদন্তের দাবিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব আমরা।

প্রসঙ্গত, দশমীর দুপুরে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের লেবুতলায় বাড়ির মধ্যে খুন হন এক শিক্ষক, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও ছয় বছরের সন্তান। তাদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। ঘটনার ছয়দিন পর উৎপল বেহেরা নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পেশায় রাজমিস্ত্রি ওই যুবকই তিনজনকে খুন করেছে বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ সুপার মুকেশ কুমার। কিন্তু সেই দাবিকে নসাৎ করেছে নিহত শিক্ষকের পরিবার।

নিহত শিক্ষকের স্ত্রী বিউটির মণ্ডলের ভাই সাক্ষীগোপাল মণ্ডল বলেন, "পুলিশ প্রথম দিন থেকে আমাদের অন্ধকারে রেখে তদন্ত করেছে। পুলিশের বক্তব্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। প্রথম দিন যখন জামাইবাবু বাড়িতে যায় তখন পুলিশ বলেছিল বাড়ির পাশে ঘেরা তার কাঁটার মধ্যে এক টুকরো মাংস পিণ্ড লেগে রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পুলিশ সে বিষয়টি নিয়ে কিছু বলছে না। পুলিশ বলছে বন্ধুপ্রকাশ দরজা খোলা মাত্র উৎপল পিছন থেকে আক্রমণ করে।

সেখানেই পড়ে যায়। এরপর ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিউটিকে আক্রমণ করে। এরপর বাচ্চাটাকে মারে। তাই যদি হয় তাহলে দিদি জামাইবাবুর মৃতদেহ খাটের উপর তুলল কে? দরজার সামনে রক্ত পড়ে থাকল না কেন? কিভাবে তারা খাটের মধ্যে গেল? সব পাওয়া গেল শুধু জামাইবাবুর মোবাইল পাওয়া গেল না। এটা মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতেই ২০ বছরের এক যুবককে ধরে গল্প সাজিয়েছে।"

বিউটির বাবা সুখেন মণ্ডলের দাবি একটা যুবক, যার বিরুদ্ধে আগে কোন অপরাধের রেকর্ড নেই সে একা কিভাবে তিনজনকে খুন করতে পারবে? তাছাড়া ওই যুবক পাঁচ মিনিটে পেশাদার খুনির মত খুন করে বেরিয়ে গেল এটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছু নয়। পুলিশ প্রকৃত ঘটনা আড়াল করছে। আমরা রাজ্য পুলিশের তদন্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাব। সিবিআই তদন্ত করব।"

পুলিশি তদন্তে অখুশি গ্রামের বাসিন্দা জহর ঘোষ বলেন, "পুলিশ সিনেমার গল্প তৈরি করছে। অমিতাভ বচ্চন একাই অনেকজনকে মেরে ফেলল। পুলিশের এই তদন্ত ঠিক ওই রকম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ওই যুবক একা খুন করতে পারে না। পুলিশ তদন্তের নামে পরিহাস করছে।

চাপে পড়ে পুলিশ এমন বিবৃতি দিচ্ছে। এই বক্তব্য শুনে বাচ্চা ছেলেতেও হাসছে। আমরা চাই প্রকৃত তদন্ত হোক"।

তুরস্কের দুই মন্ত্রণালয় ও তিন মন্ত্রীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল আমেরিকা

নিউইয়র্ক, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত কুর্দি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে তুরস্ক। যার জেরে তুরস্কের দুই মন্ত্রণালয় ও তিন মন্ত্রীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আমেরিকা।

মঙ্গলবার মন তথ্যই জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম। সিরিয়ার ওইসব অঞ্চল থেকে আমেরিকা নিজেদের সেনা প্রত্যাহারের পরপরই মার্কিন সমর্থিত কুর্দি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে 'সামরিক অভিযান' শুরু করেছে তুরস্ক।

মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের পরপরই তুরস্কের এমন হামলায় বিশ্বজুড়ে বইছে নিন্দার ঝড়। এই অবস্থায় তুরস্কের দুই মন্ত্রণালয় ও তিন মন্ত্রীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো মার্কিন সরকার। এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ওই দুই মন্ত্রণালয় হল- তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়। আর তিন মন্ত্রী হলেন- দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জ্বালানিমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এছাড়া চলমান এ হামলার 'তাৎক্ষণিক বিরতি'র আহ্বান জানাতে তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যিপ এরদোগানকে ফোন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শিগগিরই সিরিয়ার ওইসব অঞ্চল পরিদর্শনে যাবেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। সোমবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্টেভেন মুচিন বলেন, তুরস্কের ওপর আরোপিত এ নিষেধাজ্ঞা 'বেশ শক্তিশালী'। যার প্রভাব দেশটির অর্থনীতিতে পড়বে।

অন্যদিকে আঙ্কারা হামলা বন্ধ না করলে তাদের ওপর আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে বলে সোমবারই জানিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স।

চাঁদার জুলুম রুখতে বৈঠক, কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): চাঁদার জুলুম বন্ধ করতে মঙ্গলবার লালবাজারে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। তিনি এ ব্যাপারে অভিযোগ পেলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সামনেই কালীপুজো। এই সময় চাঁদার জুলুম বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তা রুখতে শহরের সব ক'টি থানাকে কড়া হাতে মোকাবিলা করার নির্দেশ দিয়েছেন নগরপাল। এ দিন শহরের সব থানার ওসি এবং ডেপুটি কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সূত্রের খবর, সেখানেই চাঁদার জুলুমের অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছয়ের পাতায় দেখুন

লাভপুরে অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য

লাভপুর, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : এক অস্বভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সিয়ান হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবার এব্যাপারে থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করে নি।

জানা গেছে, লাভপুর থানার মোনা চিতুরা গ্রামে নিজের বাড়ির পাশ থেকে গীতা মণ্ডল (৬১) নামে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রতিদিন ভোরে বাড়ি থেকে বেরোতেন ওই বৃদ্ধা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওই বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁর ছেলে। মৃতদেহের মাথার পিছনের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পাশাপাশি, কানের দুটো দুল নেই। কি কারণে ওই বৃদ্ধার মৃত্যু সেব্যাপারে ধোঁয়াশা রয়েছে পুলিশের।

মৃতার ছেলে তারাশংকর মণ্ডল বলেন, মায়ের শরীর এমনিতে ভালো যাচ্ছিল না এই কদিন। তবে ভোরে বের হওয়া ছিল নিত্য অভ্যেস। এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের খামারে দেখি মা পড়ে রয়েছেন। কিছু বুঝতে পারছি না।

"দিদিকে বলো" ফোন নম্বরে ফোন করতেই দাবি মিটল রামপুরহাটের কালভার্ট সমস্যার

রামপুরহাট, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : মুরারই থানার চাতরা - সুলতানপুর রাস্তার উপর একটি কালভার্ট দীর্ঘদিন থেকে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সমস্যা না মেটায় এলাকায় ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। শাসকদলের নেতা কর্মীরাই এলাকাবাসীর হাতে ধরিয়েছিল "দিদিকে বলো" কার্ড। ব্যস! আর যাই কোথা! সটান ফোন করে সমস্যার কথা জানান এলাকাবাসীরা। আর দিদিকে বলো নম্বরে ফোন করতেই তৎপরতা বারে প্রশাসনের। ভাঙা কালভার্ট নির্মাণে উদ্যোগ শুরু করে প্রশাসন। ফলে খুশি এলাকার মানুষ। গ্রাম সূত্রে জানা গিয়েছে, মুরারই থানার চাতরা - সুলতানপুর রাস্তার উপর একটি কালভার্ট দীর্ঘদিন থেকে ভেঙে পড়েছে। এলাকার মানুষ ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দফতরে আবেদন করে কোন সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা দিদিকে বলো নম্বরে ফোন করে। এরপরেই মঙ্গলবার সকাল থেকেই প্রশাসনের তৎপরতা বেড়ে যায়। জেলার বিভাগীয় বাস্তুকার ও ব্লকের আধিকারিকরা গ্রামে গিয়ে ভাঙা কালভার্ট ও রাস্তা পরিদর্শন করেন।

এলাকাবাসীরা জানান, প্রায় ১৬ বছর আগে কালভার্টটি নির্মাণ করা হয়। তারপর থেকে কোন সংস্কার না হওয়ায় দিন দিন রুগ্ন হয়ে পড়েছিল কালভার্টটি। এরপর ভগ্নপ্রায় কালভার্টটি মধ্যে তিনফুটের গর্ত লক্ষ্য করে এলাকাবাসীরা। সাময়িক ভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। একদিকে ভাঙা কালভার্ট অন্যদিকে চাতরা থেকে সুলতানপুর পর্যন্ত বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে আমাদের এই রাস্তাটি। দু - এক বার অবরোধ করেছিল গ্রামবাসীরা। প্রশাসন আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। ওই রাস্তার দিয়েই প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে পাথর বোঝাই ট্রাক। পাশেই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সুন্দরপাহাড়ি পাথর শিল্পাঞ্চল থাকায় সারা দিনে পাঁচশতাধিক গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। রাস্তায় পিচ উঠে গিয়ে দুই হাত অন্তর রাস্তায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কখন কখন গর্ত বন্ধ করতে পাথরের ডাস্ট ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাতে আর বিপত্তি বারে। ধুলোয় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী থেকে গর্ভবতী মায়েরা এই রাস্তা দিয়ে কষ্ট করে বাধ্য হয়ে যাতায়াত করছে। চাতরা পশ্চিম বাজারে রাস্তার পাশে দোকান মালিক থেকে বসবাসকারীরা ধূলোর ফলে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। ধূলোর ফলে বাড়ছে শ্বাসকষ্ট জনিত রুগীর সংখ্যা। এই রাস্তা দিয়ে কুড়িটি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে।

মুরারই ১ ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি ও চাতরা গ্রামের বাসিন্দা সুজয় কুমার দাস বলেন,'কালভার্টটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। মুরারই ১ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে দুই তিনবার মেরামতি করা হয়। জেলাপরিষদে বিষয়টি লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে। জেলার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসেছিলেন।'

গ্রামের বাসিন্দা সুভাষ কোনই বলেন,' দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। কালভার্ট গুলির অবস্থাও বিপদজনক ভাবে রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে"। মুরারই ১ নম্বর ব্লকের বিডিও নিশীথ ভাস্কর পাল বলেন,' কালভার্টের বিপদ জনক জায়গাটি লাল ফিতে দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। জেলাপরিষদ থেকে দ্রুত কালভার্ট ও রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হবে।'

রাতাবাড়ি উপনির্বাচন : কংগ্রেসের দ্বিচারিতার জন্যই নানা সমস্যায় জর্জরিত এই অঞ্চল, বক্তা হিমন্তবিশ্ব

দুল্লভছড়া (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : কোন সরকার কতটুকু জনদরদি এবং কার হাত ধরে এলাকার উন্নয়নের গতি বাড়বে তা সাধারণ মানুষ খুব ভালোই বুঝেন। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পেয়ে পেয়ে অনেক ঠকেছেন রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার মানুষ, আর নয়, এবার উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে বিজেপি প্রার্থীর বিজয় সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

মঙ্গলবার রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার সিংলাছড়ায় এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে রাজ্যের হেভিওয়েট নেতা হিমন্তবিশ্ব শর্মা অসমের প্রথম বিধানসভা কেন্দ্র হিসাবে এখানের উন্নয়ন অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা থাকলেও কেবলমাত্র কংগ্রেস সরকারের দ্বিমুখী নীতির জন্যই রাতারাড়ি এলাকা সমস্যার ঘেরাটোপে বন্দি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি কংগ্রেসকে এক হাতে নিয়ে দাবি করেন, যেহেতু বর্তমান সকল সমস্যার শিকড় কংগ্রেস, তাই তাদের ভোট চাওয়ার কোনও নৈতিক অধিকার নেই। যেহেতু বর্তমানে কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপির সরকার চলছে তাই রাস্তাঘাট, হাসপাতাল-চিকিৎসা কেন্দ্র, অফিস আদালত চাইলেও কংগ্রেসের বিধায়ক সে সব বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। তাই এলাকার উন্নয়নের গতির ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিজেপি প্রার্থীকে বিজয়ী করার আবেদন রাখেন।

বিজেপি প্রার্থী বিজয় মালাকার, মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, চার বিধায়ক দিলীপকুমার পাল, কৃষ্ণেন্দু পাল, মিহিরকান্তি সোম, কিশোর নাথ-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতাদের পাশে বসিয়ে হিমন্তবিশ্ব শর্মা সরাসরি কংগ্রেসকে অ্যাটাক করেন। বলেন, কংগ্রেস হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে এতদিন জঘন্য রাজনীতি করেছে। তাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র রাজনীতি করা। এতে হিন্দুসমাজ নষ্ট হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কংগ্রেস সরকারের সময় অসমে হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বাঙালি হিন্দু-অসমিয়া হিন্দু এবং বিহারী হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে করেছে। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস সরকারের সময় অসমে হিন্দিভাষী হিন্দুদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে। অনেককে প্রাণ হারাতে হয়েছে, আবার রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার মতো জঘন্য ঘটনাও সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু বিজেপি সরকার হিন্দুদের মধ্যে মতভেদ দূর করার লক্ষ্যে আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছে। এখন আর রাজ্যে কোথাও হিন্দুদের মধ্যে লড়াই বা অত্যাচারের ঘটনা নেই। এদিনের সভায় তিনি হিন্দু সমাজকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে রাজনীতি করার জন্য কংগ্রেসের নীতিকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন, বিজেপি সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী, এই ধর্মে জাতি ভেদের কোনও স্থান নেই। রাতাবাড়ি এলাকায় একটি উন্নত হাসপাতাল নির্মাণের 'ওয়াদা' করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

রাতাবাড়ি উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে জনসমর্থন গড়ে তুলতে আজ সন্ধ্যায় আনিপুর তেমাথা থেকে রামকৃষ্ণনগর পর্যন্ত সাত কিলোমিটার পদযাত্রা করে জনগণকে মাতিয়েছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আর একবার মোদী সরকার গানের তালে তালে তাঁর সঙ্গে পদযাত্রা করেছেন প্রার্থী বিজয় মালাকার, মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, বিধায়ক দিলীপকুমার পাল, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম, বিধায়ক কিশোর নাথ।

উল্লেখ্য, আসমে আসন্ন চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শাসক দল বিজেপি তিনটি আসনে জয়ের দাবি করছে। চারটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে আগামী ২১ অক্টোবর। যে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে সেগুলি সোনারি, রাঙাপাড়া, রাতাবাড়ি এবং জনিয়া।

সিরিয়ায় তুর্কি অভিযানে গৃহহারা প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ

নয়াদিল্লি, সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত কুর্দি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে তুরস্ক। যার জেরে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কুর্দিদের বিরুদ্ধে গত সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া তুরস্কের সামরিক অভিযানে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে জানিয়েছে কুর্দি কর্তৃপক্ষ। দেশটির

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।